لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৬তম বর্ষ ॥ ৮ম সংখ্যা

২৪শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪১৫ হিঃ ॥ ১৬ই কার্তিক, ১৪০১ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৮ম সংখ্যা (৫৬তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ ২

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদ ঃ জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৩

জুমুয়ার খুৎবা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ ৮

পত্র-পত্রিকা থেকে ঃ ২০

হজ্জ ১৯৯৪ইং-এর দুর্ঘটনার স্মৃতিচারণ

আলহাজ্জ এ, এস, এম, ওয়াহিদুল ইসলাম ২২

ছোটদের পাতা

পরিচালক ঃ জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৪৪

সংবাদ ২৯

সম্পাদকীয় ঃ ৩৩

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

আমাদের প্রিয় দেশমাতৃকার ১২ কোটি সন্তানকে আহ্‌মদীয়্যত তথা প্রকৃত ইসলামের আলোকে আলোকিত করার লক্ষ্যে যুগ-খলীফার নেতৃত্বাধীনে আমাদেরকেও সবরের পরীক্ষা দিতে হবে নিঃসন্দেহে। আমরা তাতে একটুও পিছপা হবো না। এ শতাব্দীতে তাই বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে আমাদেরকে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে হবে সত্যের মশাল হাতে নিয়ে। মহান আল্লাহ্‌ অতীতে যেভাবে তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন, সেরূপ সাহায্যের আশা-আকাঙ্খাকে মূলধন করে আমরা ইনশাল্লাহ্‌ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র মহান কাজে এগিয়ে যাবো। কোন তাগুতি শক্তি আমাদের চির অগ্রসরমান যাত্রাকে রোধ করতে পারবে না।

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৬তম বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৪ : ৩১শে ইখা, ১৩৭৩ হিঃ শামসী : ১৬ই কার্তিক, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সুরা আলে ইমরান-৩

৯৮। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে,—মাকামে ইব্‌রাহীম (ইব্‌রাহীমের আবাস
স্থল); এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের
হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যাহারা উহা পর্যন্ত যাওয়ার (৪৪৪)
সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহা অস্বীকার করে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্‌
জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নহেন।
৯৯। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী অস্বীকার
করিতেছ এমতাবস্থায় যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্‌ উহার সাক্ষী?' (৪৪৫)
১০০। তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব! যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তোমরা কেন তাহাকে
আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিতেছ উহাকে বক্র (৪৪৬) করিবার উদ্দেশ্যে অথচ তোমরা (ইহার
সত্যতার) সাক্ষী? আর তোমরা যাহা কিছু করিতেছ আল্লাহ্‌ সে বিষয়ে গাফেল নহেন।'

৪৪৪। কা'বা গৃহের সপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কুরআন বলিতেছে, কা'বাকে কিব্‌লা বা আল্লাহ্‌র ধর্মে চিরস্থায়ী কেন্দ্র রূপে গ্রহণ করার তিনটি কারণ বিদ্যমান আছে:- (ক) নবীগণের পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম (আঃ) এখানেই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে যেন নবীগণের উদ্ভব হয়; (খ) মক্কা শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়; (গ) ইহা ঐ তীর্থস্থান যেখানে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির লোকেরা কেয়ামত পর্যন্ত তীর্থযাত্রীরূপে সমবেত হইতে থাকিবে।

৪৪৫। 'শহীদ' অর্থ যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, সে কি দেখিয়াছে; যে ব্যক্তি অনেক জ্ঞানের অধিকারী; যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যু বরণ করেন বা ধর্মের কারণে যাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। যখন শব্দটি আল্লাহ্‌তা'লার উপর প্রয়োগ করা হয়, তখন সর্বজ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত হয় (লেইন)।

৪৪৬। ইহার অর্থ হইল, গ্রন্থধারীরা ইচ্ছা পোষণ করে যে, ইসলামের সরলতার মধ্যে বক্রতা ও মার প্যাঁচ ঢুকিয়া পড়ুক। তাহারা নিজেরাই ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে চায়।

হাদিস শরীফ

মাতা-পিতার সেবা করা

অনুবাদ ও ব্যাখা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ط (سورة بنى اسرائيل : ٢٣)

অর্থাৎ এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। (বণী ইসরাঈল-২৪)

হাদীস ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلعم قال رغم انف ثم رغم انف من ادرك ابويه عند الكبر او كليهما فلم يد خل الجنة (مسلم كتاب البر والصلة)

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে, সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে। সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে। সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হয়েছে! যে তার পিতা-মাতা অথবা তাদের মধ্য হতে একজনকে বার্ধক্যে পেয়েছে কিন্তু (তাদের খেদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করে নি। (মুসলিম কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্‌সিলা)

ব্যাখ্যা : খোদাতা'লা আমাদের সৃষ্টির মাধ্যম আমাদের মাতা-পিতাকে বানিয়েছেন। পিতা-মাতা আমাদিগকে শৈশব হতে যৌবন পর্যন্ত পৌঁছাতে যে কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করে থাকেন তা অবর্ণনীয়। কেউ নিজে যতক্ষণ না পিতা অথবা মাতার মর্যাদায় উপনীত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই দুঃখ ও ক্লেশ বুঝা দায়। কুরআন ও হাদীস আমাদিগকে পিতা-মাতার জন্য দুঃখ কষ্ট বহন করাকে স্মরণ করিয়ে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআন মজীদ ও হাদীস হতে জানা যায় যে, মাতা-পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করা খোদা-তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করার শামিল। হ্যাঁ, একমাত্র খোদার তৌহীদ ও শরীয়তের ব্যাপারে আপোষ নেই। কিন্তু তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা আবশ্যকীয়।

হযরত নবী করীম (সাঃ) জানিয়েছেন, হতভাগা সে, যে পিতা-মাতা অথবা তাদের মধ্য হতে একজনকে বার্দ্ধক্যে পেয়েছে আর সে জান্নাত অর্জন করতে পারে নি। আজকের সমাজে বহু পরিবার এমন রয়েছে যেখানে মাতা-পিতার সম্মান ও শ্রদ্ধা নেই। বহু জনের জীবনও বিপন্ন। ছেলে-মেয়ে নিজ নিজ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞা। হযরত নবী করীম (সাঃ) জানিয়ে দিয়েছেন, এমন সব লোক হতভাগ্য তাদের জীবনে জান্নাত অর্জনের উপকরণ তো ছিল কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করেনি, উপেক্ষা করেছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমাজে এমন সব ঘটনা ঘটতে দেখছি। এ জন্যে আমাদের সবার সতর্ক হবার প্রয়োজন। এবং মাতা-পিতার সম্মান ও তাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি খেয়াল ও আনুগত্য করা দরকার। পিতা-মাতার জন্যে দোয়া করা দরকার যেন খোদাতা'লা তাদের ক্ষমা করেন ও তাঁর জান্নাতে স্থান দেন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে পিতা-মাতার খেদমত করে জান্নাত অর্জন করার তৌফিক দিন। আমীন।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

(৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

অতএব সে ঐ মজলিসেই, যেখানে ষাট/সত্তর জন লোক উপস্থিত ছিল, ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর মনোনিবেশের চিহ্ন প্রকাশ করিল। অর্থাৎ যখন আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া তাহাকে বলিলাম যে, তুমি তোমার পুস্তকে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দাজ্জাল বলিয়াছ এবং ইহার শাস্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল যে পনর মাসের মধ্যে তোমার জীবনের অবসান হইবে, তখন তাহার রঙ হলুদ হইয়া গেল। সে তাহার জিহ্বা বাহির করিল, দুই হাতে কান ধরিল এবং উচ্চস্বরে বলিল, আমি কখনো আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নাম দাজ্জাল রাখি নাই। এই মজলিসে মুসলমানদের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার নাম ছিল ইউসুফ শাহ্। অনেক খৃষ্টান ও মুসলমান ছিল। খৃষ্টানদের মধ্যে বিশেষভাবে ডক্টর মার্টিন ক্লার্কও ছিল। এই ব্যক্তি পরে আমার বিরুদ্ধে খুনের মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছিল। এই সকল ব্যক্তিকে হলফের সহিত জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না। যদি প্রকৃতপক্ষে এই কথাগুলি আবদুল্লাহ আথমের মুখ হইতে বাহির হইয়া থাকে তবে ভাবিয়া দেখা উচিত এইগুলি কি ঔদ্ধত্য ও দুষ্টামির কথা ছিল, না কি বিনয় মিনতি ও মনোনিবেশের কথা ছিল। আমি তো এই ধরনের বিনয় ও মিনতি ভরা কথা আমার সারা জীবনে কোন খৃষ্টানের মুখ হইতে শুনি নাই। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের পুস্তকসমূহ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সাল্লাম সম্পর্কে গাল-মন্দে ভরা দেখিয়াছি। যে ক্ষেত্রে এক বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি ঠিক বিতর্কের সময় এইরূপ বিনয় ও মিনতির সহিত দাজ্জাল বলা অস্বীকার করিল, এবং পরে সে পনর মাস পর্যন্ত চুপ থাকিল, বরং কাঁদিতে থাকিল, সে ক্ষেত্রে কি খোদাতা'লার নিকট তাহার এই অধিকার ছিল না যে, খোদাতা'লা শর্ত অনুযায়ী তাহাকে ফায়দা দান করেন * অতঃপর দীর্ঘকাল যাবৎ সে বাঁচিয়াও ছিল না। বরং সে কয়েক

---

* টিকা : এই বিষয়টি স্মরণযোগ্য যে, আব্দুল্লাহ আথম সম্পর্কেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং লেখরাম সম্পর্কেও মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। কিন্তু আব্দুল্লাহ আথম বিনয় ও

(টিকার অবশিষ্টাংশ অপর পাতায় দেখুন)

মাস পরে মরিয়া গেল। ইহার পর সে কোন ঔদ্ধত্য দেখায় নাই এবং যাহা কিছু তাহার প্রতি আরোপ করা হইয়া থাকে সেইগুলি খৃষ্টানদের নিজেদের বানানো কথা। মোট কথা ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বিষয় ছিল তাহার মৃত্যু। তদনুযায়ী সে আমার জীবদ্দশাতেই মরিয়া গেল। খোদা আমার আয়ু বাড়াইয়া দেন এবং তাহার জীবনের সমাপ্তি ঘটাইয়া দেন। সে মেয়াদের মধ্যে মরে নাই—এই কথার উপর জোর দেওয়া কতই না যুলুম ও বিদ্বেষ প্রসূত। হে নির্বোধ! তুমি কি ইউনুসের কাহিনী সম্পর্কেও অবহিত নও, যাহার উল্লেখ কুরআন শরীফে মজুদ আছে? ইউনুস (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে কোন শর্ত ছিল না। তবুও তওবা ও ক্ষমা ভিক্ষার দ্বারা তাঁহার জাতি বাঁচিয়া গল। অথচ তাহার জাতি সম্পর্কে খোদাতা'লার নিশ্চিত ওয়াদা ছিল যে, তাহারা নিশ্চয় চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহারা কি এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চল্লিশ দিনের মধ্যে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল? যদি চাহ তবে হুররে মনসুরে তাহাদের কাহিনী দেখিয়া লও, অথবা ইউনুস নবীর কেতাবও দেখিয়া লও। কেন সীমার অতিরিক্ত দুষ্টামি দেখাইতেছ? একদিন কি মারা যাইবে না? ঔদ্ধত্য ও অসততা ঈমানের সঙ্গে একত্রে থাকিতে পারে না।

আহমদ বেগের জামাতার ব্যাপারেও আমি বার বার লিখিয়াছি যে এই ভবিষ্যদ্বাণীও শর্তযুক্ত ছিল। শর্তের শব্দাবলী যাহা আমি পূর্বে বিজ্ঞাপনাদিতে প্রকাশ করিয়াছি তাহা ছিল:— ايتها المرأة توبى توبى فان البلاء على عقبك ইহা ইলহামী কথা এবং ইহাতে সম্বোধিত ব্যক্তি ছিল এই মহিলার নানী। তাহার সম্পর্কে ছিল এই ভবিষ্যদ্বাণী। একবার আমি এই ইলহাম মৌলবী আবদুল্লাহ সাহেবের সন্তানদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তিকে পূর্বাহ্নেই হুশিয়ারপুরে শুনাইয়াছিলাম। সম্ভবত: তাহার নাম আবদুর রহিম ছিল বা আবদুল ওয়াহেদ ছিল। এই ইলহামী কথার অনুবাদ এই যে, হে নারী! তওবা কর, তওবা কর। কেননা তোমার মেয়ে এবং মেয়ের মেয়ের উপর একটি বিপদ আসন্ন। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আহমদ বেগ ও তাহার জামাতা সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। বস্তুত: আহমদ বেগ মেয়েদের

(টিকার অবশিষ্টাংশ)

মিনতি প্রদর্শন করিয়াছিল। এই জন্য তাহার মৃত্যু আসল মেয়াদের তুলনায় কয়েক মাস বিলম্বিত হইল। পক্ষান্তরে লেখরাম ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিল এবং বাজারে ও জনসমাবেশে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গাল-মন্দ দিতে থাকে। এই জন্য আসল মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সে পাকড়াও হইল। তাহাকে যখন মারা হইল তখনও তাহার মেয়াদের এক বৎসর বাকী ছিল। আব্দুল্লাহ আথমের নিকট খোদাতা'লা স্বীয় শান্ত-সৌম্য রূপ প্রকাশ করেন এবং লেখরামের নিকট রুদ্র রূপ প্রকাশ করেন। তিনি শক্তিশালী। তিনি কমও করিতে পারেন এবং বেশীও করিতে পারেন।

মধ্যে মরিয়া গেল। * ঐ মহিলায় মেয়ের উপর বিপদ আসিল। কেননা সে আহমদ বেগের স্ত্রী ছিল। আহমদ বেগের মৃত্যুতে তাহার নিকট আত্মীয়রা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। এমনকি তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিনয় ও আকুতি-মিনতির সহিত আমাকে চিঠিও লিখিল যে, দোয়া করুন। সুতরাং খোদা তাহাদের এই ভীতি ও আকুতি-মিনতির দরুন ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় বিলম্ব করেন। মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন ও তাহার বন্ধুদের সম্পর্কে খোদাতা'লার যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী লেখা হইয়াছিল ঐগুলি সম্পর্কে কোন তারিখ নির্ধারিত ছিল না। আমার দোয়ায় আমার কথা ছিল, ইলহামি কথা ছিল না। কেবল আমার পক্ষ হইতে দোয়া ছিল যে, এই সময়ের মধ্যে এইরূপ হউক। খোদা-তা'লা স্বীয় ওহীর অনুসরণকারী হইয়া থাকেন। তাঁহার জন্য ইহা আবশ্যকীয় নহে যে, কেহ নিজের পক্ষ হইতে যাহা আবেদন করে তাহা তিনি পূর্ণ করিবেন। এইজন্য আরবীতে প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত ছিল না যে, অমুক মাসে বা বৎসরে লাঞ্ছিত করা হইবে। ইহা তো জানা কথা, শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে খোদাতা'লা অধিকার রাখেন যে, কাহারো বিনয় ও আকুতি-মিনতির দরুন বা নিজের পক্ষ হইতে তাহা স্থগিত করেন। সকল আহ্‌লে সুন্নত বরং সকল নবী আলাইহেস সালাম ইহাতে একমত। কেননা শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী খোদাতা'লার পক্ষ হইতে কাহারো জন্য একটি বিপদরূপে নির্ধারিত হয়, যাহা সদকা, দান-খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা টলিয়া যাইতে পারে। তফাৎ কেবলমাত্র এই যে, যদি খোদাতা'লা এই বিপদকে নিজ জ্ঞানের মধ্যে রাখেন এবং স্বীয় ওহীর মাধ্যমে নিজের কোন নবীর নিকট প্রকাশ না করেন, তবে তো উহাকে কেবল নির্ধারিত বিপদ বলিয়া অভিহিত করা হয়, যাহা খোদাতা'লার ইচ্ছার মধ্যে গোপন থাকে। যদি তিনি স্বীয় ওহীর মাধ্যমে নিজের কোন রসুলকে এই বিপদ সম্পর্কে জানাইয়া দেন তবে উহা ভবিষ্যদ্বাণী হইয়া যায়। পৃথিবীর সকল জাতি এই বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে যে, আসন্ন বিপদাবলী, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে প্রকাশ করা হউক, বা খোদাতা'লা কেবল নিজের ইচ্ছার মধ্যে গোপন রাখুন, তাহা সদকা দান-খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা টলিয়া

---

* টিকা : আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সকল লোক বার বার আহমদ বেগের জামাতা সম্পর্কে বলে তাহারা কখনো এই কথা মুখে আনে না যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেননা আহমদ বেগ মেয়াদের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। যদি ইহাদের মধ্যে কোন সততা থাকিত তবে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া উচিত ছিল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর দুইটি অংশের মধ্যে একটি অংশ পূর্ণ হইয়াছে এবং দুইটি পায়ের মধ্যে একটি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদ্বেষও এক অদ্ভুত বিপদ যে, ন্যায় বিচারের কথা মুখে আনিতে দেয় না।

যাইতে পারে। সেই জন্যইতো লোকেরা বিপদের সময় সদকা ও খয়রাত দিয়া থাকে। নচেৎ অনর্থক কাজ কে করে? সকল নবী এই ব্যাপারে একমত যে, সদকা, খয়রাত, তওবা ও ইস্তেগফার-এর দ্বারা বিপদ রহিত হইয়া যায়। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, কোন কোন সময় খোদাতা'লা আমার সম্পর্কে বা আমার সন্তান সম্পর্কে বা আমার কোন বন্ধু সম্পর্কে এক আসন্ন বিপদের খবর দেন এবং যখন ইহা দূর হওয়ার জন্য দোয়া করা হয় তখন দ্বিতীয় ইলহাম হয় যে, আমি এই বিপদ দূর করিয়া দিয়াছি। অতএব যদি এইভাবে শাস্তি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া আবশ্যকীয় হয় তবে আমি বহুবার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইতে পারি। যদি আমার বিরুদ্ধবাদী ও অশুভ কামনাকারীদের এই ধরনের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শখ থাকে এবং তাহারা যদি চাহে তবে আমি এই ধরনের কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীতে উহাদের রদ হওয়ার ব্যাপারে তাহাদিগকে অবহিত করিতে পারি। আমাদের ইসলামী তফসীরে ও বাইবেলেও লিখিত আছে যে, একজন বাদশাহ সম্পর্কে যুগ-নবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে তাহার আয়ু আর পনর দিন আছে। কিন্তু সেই বাদশাহ্ সারারাত কাঁদিতে থাকিল। তখন ঐ নবীর নিকট দ্বিতীয়বার ইলহাম হইল যে, আমি পনর দিনকে পনর বৎসরে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছি। আমি এই কাহিনী যেভাবে লিখিয়াছি তদ্রূপে ইহা আমাদের কিতাবাদিতে এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুস্তকাদিতেও লেখা আছে। এখন কি তোমরা এই কথা বলিবে যে, ঐ নবী যিনি বাদশাহের আয়ু সম্পর্কে কেবল পনর দিন বলিয়াছিলেন এবং পনর দিন পর মৃত্যুর কথা বলিয়াছিলেন, তিনি কি নিজ ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছেন? ইহা খোদাতা'লার দয়া যে, শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণীতে রদ হওয়ার ব্যবস্থা জারী আছে। এমনকি যে স্থলে কুরআন শরীফে লোকদের জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তির কথা কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলেও এ আয়াত মজুদ আছে, الا ما شاء ربك ط ان ربك فعال لما يريد ط (সূরা হূদ আয়াত: ১০৮) অর্থাৎ, কাফের সর্বদা দোযখে থাকিবে, যদি তোমার প্রভু চাহেন। কেননা তিনি যাহা চাহেন উহা করার ব্যাপারে শক্তিমান। কিন্তু বেহেশ্তবাসীদের জন্য এইরূপ বলা হয় নাই। কেননা ইহা ওয়াদা, শাস্তি নহে। *

---

* টিকা: কুরআন শরীফে কাফের ও মোশরেকদের শাস্তির জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের উল্লেখ আছে এবং পর পর বলিয়াছে, خالدين فيها ابدا (সূরা আল্ নিসা—আয়াত আয়াত ১৭) (অর্থ:—সেখানে তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া বাস করিবে—অনুবাদক) এতদ্ব্যতীত কুরআন শরীফে জাহান্নামবাসীদের অনুকূলে الا ما شاء ربك (সূরা হূদ—আয়াত ১০৮) (অর্থ:—যে পর্যন্ত না তোমার প্রভু অন্য ইচ্ছা পোষণ করেন অনুবাদক) ও মজুদ আছে। হাদীসেও আছে يأتي على جهنم زمان ليس فيها احد ونسيم الصبا تحرك ابوابها অর্থাৎ জাহান্নামের উপর এইরূপ একটি সময় আসিবে যে, ইহাতে কেহই থাকিবে না এবং ভোরের সমীরণ ইহার কপাট নাড়াইবে। কোন কোন পুস্তকে ফার্সী ভাষায় এই হাদীস লিখিত আছে ایں مشت خاک را گر نہ بخشم چہ کنم (অর্থ:—আমি ধূলার মুষ্ঠি, আমাকে যদি ক্ষমা না কর তবে করিবে কি?—অনুবাদক)।

অবশেষে আমি অত্যন্ত জোরের সহিত, বড় দাবীর সহিত এবং খুব দূরদৃষ্টির সহিত বলিতেছি যে, ডক্টর আবদুল হাকিম খান ও তাহার সঙ্গী মৌলবীরা আমার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে আমি দেখাইতে পারি যে, দৃঢ়সংকল্পশালী নবীগণের মধ্যে এরূপ কোন নবী নাই যাহার কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই সকল আপত্তির ন্যায় কোন আপত্তি করা হয় নাই। আমি কেবল ইউনুস (আঃ)-এর কাহিনী পেশ করিব না। বরং আমি হযরত সৈয়দউল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীতে বা খোদার কালামে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমি জানিতে চাহি, এই সকল লোক কি এমতাবস্থায় এই সকল নবীকে পরিত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকিবে? তাহারা কি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া বলিয়া আছে যে, এই প্রমাণ পেশ করার পর তাহারা আমাকে যেইরূপ গাল-মন্দ দিয়া থাকে তাহাদিগকেও কি তদ্রূপ গাল-মন্দ দিবে? তাহারা আমাকে যেইরূপ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেও কি তদ্রূপ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিবে? হে নির্বোধেরা! হে অন্ধরা! কেন নিজেদের পরিণাম খারাপ করিতেছ? আহা, আক্ষেপ হয়, কেন তোমরা জানিয়া শুনিয়া আগুনে পড়িতেছ? কেন তোমরা ঈমান ও খোদাভীতি হইতে এতখানি দূরে চলিয়া গিয়াছ যে, তোমাদের হৃদয়ে এই ভীতিও নাই যে, এই সকল আপত্তি কোন্ কোন্ পাক-পবিত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে? আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে বলেন,

ان يك كاذبا فعليه كذبه ج وان يك صادقا يصبكم بعض الذى يعدكم ط ان الله لا يهدى من هو مسرف كذاب -

(সূরা আল্ মোমেন—আয়াত ২৯) অর্থাৎ। যদি এই নবী মিথ্যাবাদী হয় তবে সে নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। কেননা খোদা মিথ্যাবাদীর কাজকে চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত পৌঁছান না। ইহার কারণ এই যে, ইহাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর বিষয়টি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি এই রসূল সত্য হয় তবে তাহার কোন কোন শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় বাস্তবরূপে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং এই আয়াতের কোন কোন শব্দ সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, সত্য রসূলের সকল শাস্তির ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবরূপে প্রকাশিত হওয়া জরুরী নহে। হাঁ, ইহাদের কোন কোনটি বাস্তবরূপে প্রকাশিত হওয়া জরুরী, যেমন এই আয়াতে বলা হইয়াছে يصبكم بعض الذى يعدكم এখন চক্ষু মেলিয়া দেখ আমার পক্ষ হইতে প্রকাশিত শাস্তির কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে লেখরাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি কত শক্তি ও প্রতাপের সহিত পূর্ণ হইয়াছে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, তাহার সাধারণ মৃত্যু হইবে না। বরং খোদার অভিসম্পাত কোন অস্ত্র দ্বারা তাহাকে নিপাত করিবে। ইহাও বলা হইয়াছিল যে, ঈদ সংলগ্ন দিনে তাহার মৃত্যু ঘটাবে। ইহাও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই ঘটনার পর দেশে প্লেগ দেখা দিবে। ইহাও প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, ইহা কেবল ভবিষ্যদ্বাণী নহে, বরং এই ঘটনা আমার বদদোয়ার একটি ফলশ্রুতি হইবে। কেননা তাহার অশ্লীল গাল-মন্দ চরম সীমায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। অতএব ঐ খোদা, যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া-সাল্লামের সম্মানকে বরবাদ করিতে চাহেন না, তাঁহার অভিসম্পাত লেখরামের উপর অবতীর্ণ হইল এবং তাহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়া ধ্বংস করিল। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১৯শে আগষ্ট ১৯৯৪ইং, মসজিদে-ফযলে, লণ্ডনে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নতুন আহমদীদের জন্যে সারা বছর ব্যাপী কার্যকর 'তরবীয়তি-কেন্দ্রসমূহ' স্থাপন করুন।

শিক্ষিত (জ্ঞানী-গুণী) পুরুষ মহিলাগণ এতদ্দেশ্যে নিজেদেরকে 'ওয়াক্‌ফ' করুন।

এখন আমরা দুনিয়ার সামনে এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছি। 'ইলাহী-তক্‌দীর' এখন এক নতুন যুগে জামাতের প্রবেশ ঘটিয়েছে।

তাশাহ্‌হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা তৌবার ১২৩ আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং খোৎবা আরম্ভ করার পূর্বে বিভিন্ন দেশে জামাতের অনুষ্ঠিতব্য বিভিন্ন দীনি সভা-সম্মেলন যাতে সফলকাম ও বরকতমণ্ডিত হয় তজ্জন্য দোয়ার এলান করেন, অতঃপর বলেন :

তরবীয়তী কেন্দ্রসমূহে যোগদান ক'রে দীন শিখার তাকিদপূর্ণ উপদেশ :

যে আয়াতে করীমা আপনাদের সামনে আমি তেলাওয়াত করেছি এর তরজমা হচ্ছে : "মুমেনদের পক্ষে সবাই এক সাথে তবলীগ ও তরবীয়তের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া তো সম্ভব নয়" অর্থাৎ সকল মুমেন তাদের সব কাজ-কর্ম ছেড়ে সর্বাত্মকভাবে এই রূহানী জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়া এবং চতুর্দিক দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে এমনভাবে আত্ম-নিয়োগ করা যে, তারা সকলই অন্য সব কাজ ছেড়ে দেন এটা সম্ভব নয়। কিন্তু এটা সম্ভব না হলেও যা সম্ভব সেটা কী? আল্লাহ্ বলছেন : "ফালাওলা নাফারা মিন কুল্লে ফিরকাতিন তায়েফাতুম্ মিনহুম"—এমনটি কেন (করা) হয় না যে, তাদের মধ্যকার প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে কোন কোন ক্ষুদ্র দল মদীনায় অর্থাৎ কেন্দ্রে পৌঁছতো,—"লিইয়াতাফাক্কাহু ফিদ্দীনে"—যাতে তারা ধর্মের সম্যক শিক্ষা লাভ করে।" এখানে যদিও মদীনায় পৌঁছার উল্লেখ নেই। কিন্তু মর্মগতভাবে এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের শেষাংশে তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, "ইযা রাজাউ"—"যখন তারা ফিরে যায়"। কাজেই দীন শিখার কেন্দ্র তো ওটাই, যেখানে ছিলেন হযরতে আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা

(সাঃ)। তাই বিষয়টি যেহেতু অন্তর্নিহিত রয়েছে সেজন্য আক্ষরিকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করা হয় নি। অতএব, আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে এইরূপে যে, সামগ্রিক-ভাবে সকল মুমেনের এক সাথে বের হওয়া সম্ভব ছিল না বিধায় এমনটি কেন করা হলো না যে, তাদের মধ্যে (প্রত্যেক 'ফির্কা') থেকে—এখানে 'ফির্কা' শব্দটির দ্বারা ধর্মীয় ফির্কা বুঝায় না, বরং জাতীয় ফির্কা বুঝায় অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গা বা অঞ্চলে বসবাসকারীগণ, যারা ভাগে-ভাগে বিভক্ত হয়ে এক জায়গায় থাকে অর্থাৎ পরস্পর তো একত্রেই থাকে কিন্তু সমগ্রজাতি একই স্থানে একত্রিত হয়ে থাকে না বরং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে বাস করে। অতএব, 'ফির্কা' শব্দটিতে ইহাই বুঝায়—(কাজেই বলা হয়েছে,) বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন জাতির লোকদের অংশবিশেষ কেন দীনের জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে না? এখানে ব্যবহৃত "তাফাক্কোহ্" শব্দটির অর্থ কেবল ইলম বা জ্ঞান নয়, বরং উহাতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি লাভ করা উহার তত্ত্ব ও তাৎপর্য সাধ্যমত অনুধাবন ও উপলব্ধি করাকে বুঝায়। কাজেই এমনভাবে দীনের ইল্‌ম শিখুন, যাতে উহার হিকমত ও তাৎপর্য সম্পর্কে ও উহার দর্শন সম্বন্ধেও জ্ঞাত হন। যখন অনুরূপভাবে তারা প্রস্তুত হয়ে যায় তখন তারা ফিরে যাক—"ওয়া লেইউনযেরু কাওমাহুম"—আর যাতে তারা তাদের নিজ নিজ জাতি বা গোত্রকে সতর্ক করে যখন তাদের কাছে ফিরে যায়। প্রশ্ন উঠে, কোথা থেকে ফিরে যায়? কোথায় এসেছিল তারা, যেখান থেকে ফিরে যাবে। কাজেই উদ্দেশ্য এই যে, সমস্ত এলাকা থেকে ঐরূপ দীনি কেন্দ্রগুলোতে লোকদের একত্রিত হওয়া আবশ্যকীয়। সেখানে কেবল ইলম শিক্ষা দেয়াই নয় বরং দীনের হিকমত ও তাৎপর্যও যেন শিখান হয়। এমন কি, আগত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকে পরিণত হবার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই শিক্ষক হবার মর্মও এরই মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে কেননা এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই বর্ণিত হয়েছে শিক্ষক তৈরী করা। এটা বলা হয় নি যে, 'তালেবে-ইল্‌ম' আসবে; আর শিখে চলে যাবে—যেমন তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ফায়েদা বা স্বার্থের জন্য বিভিন্ন বিদ্যার্জনের কেন্দ্রগুলোতে যেয়ে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, তারা এ উদ্দেশ্যে আসবে, যাতে ফিরে গিয়ে তারা তাদের জাতির জন্য দীনের শিক্ষক হয়—তাদেরকে এমনভাবে দীন শিখাবে, যাতে যে ধ্বংসের কবলে তারা নিপতিত, কিন্তু সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তাদেরকে সতর্ক করে, (সচেতন করে তুলে)। "লায়াল্লাহু ইয়াহ্‌যারুন"—যাতে তারা সতর্ক হয়ে বেঁচে যায় —যদি তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে বুঝানো যায় যে, ব্যাপারটা কী, তাহ'লে (ধ্বংসের কবল হতে) তাদের বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি হবে।

এটা ঐ যুগ ছিল, যখন বিপুল সংখ্যায় মানুষ দলে দলে ইসলামে দাখিল হতে শুরু করেছিল এবং সম্ভব ছিল না যে, কেন্দ্রীয় শিক্ষকগণ প্রত্যেক জায়গায় গিয়ে তাদের তরবীয়ত দিতেন, দীন শিখাতেন এবং মসলা (তত্ত্ব-তথ্য) বুঝাতে পারতেন। তদনুরূপ অবস্থার সমাধানমূলক ব্যবস্থাই উক্ত আয়াতটিতে পেশ করা হয়েছে।

তরবীয়তের চিরস্থায়ী নেযাম বা ব্যবস্থার উল্লেখ ঃ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের উপর অজস্র ধারায় আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে ঐশী পুরস্কার স্বরূপ সুফলসমূহ বর্ষিত হচ্ছে। এমতাবস্থায় এগুলোকে সামলানো এক অনেক বড় কাজ। যে ফল-ফলাদি সামলানো হয় না সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এখন এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সময়। জগদ্ব্যাপী যেখানে যেখানেই মানুষ আহ্‌মদীয়্যাতে দাখিল হয়েছেন, সেখানে —ঐ সব দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে তরবীয়তি কেন্দ্রসমূহ কায়েম করা আবশ্যকীয়, যা সারা বছর ব্যাপী কর্মরত থাকবে। বিগত বছর আমি এই উপদেশ দিয়েছিলাম যে, প্রথম তিন মাস নবাগতদের তরবীয়তের জন্যে ওয়াক্‌ফ (নির্দিষ্ট) করুন। কিন্তু যখন আমি কুরআন করীমের উক্ত বিষয়বস্তুতে পুনরায় মনোনিবেশ করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, এখানে দু' তিন মাসের ব্যাপার নয়, বরং নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এক চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে, যা একবার জারি হয়ে আর থামবে না। সর্বদার জন্যে অব্যাহত থাকবে। কাজেই যে সব তরবীয়তি ক্লাস বসানো হবে এবং যারা চান যে, এগুলো সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হোক তাদেরকে আমি বুঝাতে চাই যে, প্রত্যেক দেশে চিরস্থায়ীভাবে অব্যাহত তরবীয়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করার আবশ্যকতা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এবং কুরআন যখন আবশ্যকতা বর্ণনা করে তখন উহা অনিবার্যতঃ বাস্তব ও জরুরী—যা উপেক্ষা করলে অবশ্যই ভীষণ ক্ষতি হবে।

অতএব, এখন তরবীয়ত ও তবলীগ (দাওয়াত ইলাল্লাহ)-এর কাজ আর পৃথক পৃথক থাকলো না। বরং একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত হয়ে গেল। কুরআন করীমের এ আয়াত-ই উক্ত বিষয়টিও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। তারা তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) লাভ করবে। দীনকে উত্তম উপায়ে বুঝবে। দীনের বিষয়াদিতে তাদের দৃঢ়তা লাভের সৌভাগ্য ঘটবে। তারপর উত্তম 'দায়ী ইলাল্লাহ'য় পরিণত হয়ে তৎসম্পর্কীয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে তারা ফিরে যাবে। অতএব, 'তরবীয়ত' ও 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌'—দু'টি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিষয় স্বরূপ পেশ করা হয় নি। বরং দু'টিকে পরস্পর জুড়ে দিয়েছে। তরবীয়ত দাতাদের বুঝিয়েছে যে, তাঁরা (নবদীক্ষিতরা) তো গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু দীন তাদের ভিতরে পুরাপুরি প্রবেশ করে নি, তারা দীনের ভিতরে পুরাপুরি ডুবে যান নি। 'তাফাক্কোহ্‌'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে—"লিইয়াতাফাক্কাহু" (—যাতে তারা হৃদয়ঙ্গম করেন) বলা হয়েছে। 'যাতে তারা শিখেন' বলা হয় নি। তাই উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন দীনের গূঢ়তত্ত্ব বুঝে যান। এ উদ্দেশ্যেই যেন তারা একত্র হন। যাতে তারা দীনের হিকমতসমূহ জেনে যান। এর মসলা বা বিষয়গুলো ভাল ক'রে বুঝে নেন। তাহ'লে এরপর তাদের ক্ষেত্রে শয়তানের পক্ষে আর সম্ভবপর হবে না তাদেরকে পদস্খলিত করতে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে অনুধাবন ও উপলব্ধির দৃঢ়তাই হচ্ছে সবচে' বড় কথা—যেন 'মজবুত হাতা' হাতের মুঠোয় ধারণ করা

—এরূপ দৃঢ় বন্ধনে ধারণ করা, যা আর কখনও ছুটতে পারে না। এটা এতো সুস্পষ্ট 'রুশদ ও হেদায়াত' (পরম সত্য)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, এর ফলে খাঁটি ও ভেজালের মাঝে পুরাপুরি পার্থক্য ঘটে গেছে। এরপর ঐরূপ ব্যক্তিকে কেউ কোনক্রমেও ফুসলাতে পারে না। বড় জোর তার পিছনে চেষ্টা-প্রয়াস চালানো যেতে পারে—যেমন কিনা বিরুদ্ধ-বাদীদের পক্ষ থেকে চালানো হচ্ছে যাতে অগাধ টাকা ঢেলে, লোভ দেখিয়ে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। অনুরূপ প্রচেষ্টা চলবে এবং চলছে, যাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝি ছড়ান যায়। কিন্তু যারা উল্লিখিত দীনি কেন্দ্রগুলোতে গিয়ে 'তাফাক্কোহ্' লাভ করে থাকেন—যাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যায়, তারা শয়তানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যান। তাদেরকে ফুসলিয়ে বাগে আনা শয়তানের সাধ্যাতীত। কেননা তাঁরা এতো উন্নতমানের দীনের শিক্ষা আহরণ করেছেন যে, তারা যখন ফিরেন, "ওয়া লিইউনযেরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম"—তখন তো তারা 'মুনযির' বা 'নযীর' (সতর্ককারী) হয়ে ফিরে যান। তারা তো মানুষদেরকে সতর্ক করণের যোগ্যতা অর্জন ক'রে ফিরেন। তাদেরকে আবার কে-ই বা ভীত করতে পারে?!

'তবশীর' (সুসংবাদ প্রদান)-এর পরিবর্তে 'ইনযার' (সতর্ককরণ)-এর প্রয়োজন ঃ

অতএব, "লিইতাফাক্কাহু"-দ্বারা বুঝায় এই যে, ধর্ম বিষয়ে তাদের এতো গভীর প্রতিষ্ঠা লাভ হয় এবং দীনি বিষয়গুলো এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এর পরে পরেই তাদের অন্তরে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয় যেন তারা এবার ফিরে গিয়ে তাদের জাতিকে জানায়, "আমরা যে কী দেখে এলাম, আর তোমরা যে কত কি বিষয়ে অজ্ঞ, বঞ্চিত। যদি এমনি করে এমনতর অবস্থায় তোমরা জীবন যাপন কর তা'হলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।" এই হচ্ছে 'ইনযার' বা সতর্কীকরণ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এস্থলে (আয়াতটিতে) 'তাবশীর' বা সুসংবাদ দানের কোন উল্লেখ নেই। অথচ দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র জন্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'তবশীর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এ প্রসঙ্গে আমি একবার পূর্বেও জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করে ছিলাম যে, আমাদের মধ্যে 'তবশীর' বলতে বলতে ইনযারের ধারণা বা দিকটা মন থেকে একেবারে অদৃশ্যই হয়ে গেছে। অথচ কুরআন করীম সর্বত্র 'বাশীরাও ওয়া নাযীরা' বা 'মুবাশ্বেরীনা ওয়া মুনযিরীনা' বলে যাচ্ছে। এ আয়াত দু'টোকে একত্রিত করে। বাস্তব ঘটনা এই যে, 'বশীর' (সুসংবাদদাতা) সেই হন, যিনি 'নযীর' (সতর্কারী)ও হন। বস্তুতঃ এ দু'টি একে অপরের সামনা সামনি এরূপ দু'টি শক্তির কেন্দ্র স্বরূপ যে, একটিকে সরিয়ে দিলে অপরটিও সরে যায়। কোন মা কেবল 'মুবাশ্বির' হয়ে তাঁর সন্তানদের তরবীয়ত করতে পারেন না।

তাকে 'নযীর'ও হতে হয়। কাজেই বিষয়টির দিকে ধ্যান দেয়া দরকার। খোদাতা'লা তো এমনি এমনি বার বার "বশীর-নযীর, বশীর-নযীর" বিনা কারণে উল্লেখ করেন নি। সারা কুরআনে ঐ রূপে উল্লেখ ক'রে এই দু'টি পরস্পর এরূপে বেঁধে দিয়েছেন যে, একটি অপরটি হ'তে পৃথক হতে পারে না। অবশ্য বিরলভাবে কোন কোন স্থলে-যেখানে 'তবশীর' বা সুসংবাদদানের বিষয়বস্তুর উল্লেখ স্থান-কাল ভেদে অবস্থার সাথে সঙ্গতিশীল ছিল না, যেখানে নযীর (সতর্ককারী) শব্দই আবশ্যকীয় ছিল—সেখানে এককভাবে নযীর বা সতর্ককারীর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অন্য কোন স্থলে—যেখানে স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কেবল 'সুসংবাদের' (বিশারতের) বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় ছিল, সেখানে কেবল 'বশীরে'রই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায়, সাধারণভাবে বশীর ও নযীর উভয়কে পরস্পর এরূপ এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বেঁধে দেয়া হয়েছে যে, একটির কল্পনার সাথে আরেকটি অবলীলায় ভেসে উঠে।

জাতিকে বাঁচাবার জন্যে 'ইনযার' বা 'সতর্কীকরণ' আবশ্যক

কাজেই আমি জামাতকে ইতোপূর্বেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছি যে, আপনারা কি কেবল সুসংবাদদাতা (বশীর) হয়েই থাকবেন না কী সেই সাথে সতর্ককারী নযীরও হবেন। বস্তুতঃ কখনও এমন সময়ও আসে যখন নযীর বা সতর্ককারীর যুগ চলে এবং বশীর অপেক্ষা অধিকতর রূপে নযীর হতে হয়। সতর্কীকরণের ভূমিকাপালনকারী হতে হয়। নচেৎ, জাতি রক্ষা পেতে পারে না। সেজন্যেই (ইংল্যাণ্ড) সালানা জলসায় আমি বলেছি, একাদশ বছর হতে যাচ্ছে, বশীর বনতে বনতে (এবার) কিছুটা নযীরও বনো। কিছুটা তাদেরকে জানাও যে, আমাদের দোয়া ও প্রার্থনা কী প্রভাব রাখে এবং তোমাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে যে-সব জিনিস বাঁচিয়ে রেখেছিল সেগুলোর মধ্যে আমাদের দোয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই 'পর্দা'যদি সরে যায় তাহ'লে, তোমাদের মধ্যে যারা হতভাগ্য, তারা নিশ্চয়ই শাস্তি পাবে। আর দুর্ভাগ্য হবে, যদি তাদের সাথে জাতিও ডুবে যায়। কাজেই জাতিকে রক্ষা করার নিমিত্তে এই তবশীর বা সুসংবাদ দানের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, এই জাতিকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে 'ইনযার' বা ভীতি প্রদর্শন করা। যখন তারা ভীত হয় তখন সেই ভীতি হ'তে সুসংবাদ (বিশারত) প্রস্ফুটিত হয়। (যেমন) আপনারা কাউকে জানান যে, ঐ রাস্তায় ডাকাত পড়ে। ওখানে সাপ-বিচ্ছু অথবা হিংস্র জীব আছে। কাজেই বাহ্যতঃ এটা ভীতি প্রদর্শনই বটে। কিন্তু এ হচ্ছে—এরূপে ভয় দেখানো যে, এটাকে যদি তারা কাজে লাগিয়ে উপকৃত হয়, তাহ'লে এর পরে এরই মাঝে নিহিত থাকে তাদের জন্যে সুসংবাদ বা বাশারাত। অবলীলাক্রমে এর গর্ভ থেকে সুখ ফুটে বের হয়। আর এরই নাম হচ্ছে 'বাশারত'। সুতরাং যখন কোন ঘটনা ঘটে যায়—যেমন আপনারা বলেন যে, "ঐ বাসটি মারাত্মক। এর ড্রাইভার মারাত্মক। এটাতে চাপবেন

না।" একথা শুনে তাদের কেউ-ই চড়লো না। এরপর ঐ বাসটি দুর্ঘটনা কবলিত হলো। তাতে দেখবেন, বহুদিন যাবৎ ঘরে ঘরে আলাপ-আলোচনা হতে থাকে যে, দেখ আল্লাহ্ কেমন করে বাঁচালেন! একেবারে ঠিক সময়েই আমাদের সতর্ক করে দেয়া হল! আর আমরা বেঁচে গেলাম!" অতএব, এক সময়ের ভয় দেখানোটাই সারা জীবনের সুসংবাদ স্বরূপ হয়ে যায়। তাই 'নযীর' বা সতর্ককারীর মাঝেও শামিল রয়েছে 'তবশীর' বা সুসংবাদ দানের বিষয়বস্তু।

কাজেই এই দিক দিয়ে 'নযীর' হবার দিন এসে গেছে। প্রয়োজন হচ্ছে, আমরা যেন আমাদের জাতিকে এবং সর্বত্র বিশেষতঃ (আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদী) ঐ মোল্লা-মৌলবীদেরকে 'ইনযার করি'—ভীতি প্রদর্শন করি তাদেরকে যারা ফেৎনা-ফাসাদের একশেষ করেছে। প্রত্যেক সীমাকে লঙ্ঘন করেছে। ... ...

অতএব এই হচ্ছে অবস্থা। তাদের অন্তর তাদেরকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে রেখেছে। তাদের অন্তর তাদেরকে জানায়, "তোমরা মিথ্যেবাদী।" এবং সারা জগৎ এখন ইহা বলতে আরম্ভ করেছে। পাকিস্তান থেকে যে সব লোকজন আসছেন, বহুবার তাদের সাথে কথা হয়েছে। তারা বলেছেন যে, পূর্বে তো মানুষ এইভাবে প্রকাশ্যে মুখ খুলে কথা বলতো না। কিন্তু এখন এরূপ এক সময় এসে গেছে যখন সাধারণ মজলিসে এইসব কথা হয়।

পরিবর্তনসূচক হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছেঃ

অতএব, সে যুগ উপস্থিত, যখন হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'রায় ও অভিমত পরিবর্তন' ও পাল্টে যাওয়া অবধারিত। আকাশ থেকে রায় বদলে দেয়ার বায়ু প্রবাহিত হয়ে পড়েছে।

যে যুগ সম্পর্কে যেমন কিনা আমি বর্ণনা করেছি সাম্প্রতিক কালের অবস্থাবলী উহার উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। কিন্তু কুরআন করীমের যে আয়াত আমি পাঠ করেছি উহার বিষয়বস্তু অনেক ব্যাপক। এর দ্বারা প্রতিভাত হচ্ছে যে, এরূপ যুগ আসে, যখন বিপুল সংখ্যায় মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। আর যখন আরম্ভ করে তখন এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কাবলীর সৃষ্টি হয়। সেগুলোর সর্বপ্রথমটি হচ্ছে; পাছে (সত্য আগমনের) এই ধারা বদলে না যায়। (উল্লেখযোগ্য যে, বিগত জলসায় আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাপী ৪ লক্ষ ১৮ হাজারের অধিক নতুন বয়আতকারী ছিলেন—অনুবাদক) যদি আপনারা চান যে, এই মহান যুগের ধারা যেন সদাসর্বদা উন্নতির দিকে অব্যাহত থাকে, তাহ'লে কুরআন করীম বলছে; অত্যাবশ্যকীয় যে, এই সমুদয় অভ্যাগতদেরকে এরূপ কেন্দ্রগুলোতে আহ্বান কর, যেখানে দীনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যেখানে 'তাফাক্কোহ্ ফিদ্দীন' হাসিল হয়।—তাদেরকে সেই পর্যায়ে দীনের তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে অবহিত করুন। উহার হিকমতসমূহ সম্বন্ধে অবগত করান, যাতে তাদের অন্তরে এক উদ্দীপনা জেগে উঠে।

তারা যেন কেবল কৃত্রিমভাবে ছাত্র বা শিক্ষানবীশ স্বরূপই বসে না থাকে, বরং তাদের অন্তঃকরণে এই জোশের উদ্ভব হয় যে, এখন তো তাদেরকে শিক্ষক হওয়া উচিত, তাই তারা যেন ত্বরিত ফিরে যেতে পারে এবং নিজেদের জাতিকে সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনে নিয়োজিত হয়ে পড়ে।

অতএব, এহেন যুগে আমরা প্রবেশ করেছি। (সতর্ককরণ প্রসূত) রাশারাত-এর ফলশ্রুতিতে যারা (সত্যে) এসে যাবে তারা রক্ষা পাবে।

অতএব, এরাই ঐ সকল লোক, যারা সুসংবাদের ফলশ্রুতিতে সত্য গ্রহণ করেছে তাদের এরূপ তরবীয়ত করুন, তাদের অন্তরে এরূপ উদ্দীপনা ভরে ছিল, যাতে অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে এ উদ্দেশ্যে তারা ফিরে যায় যে, ফিরে গিয়ে তারা তাদের জাতিকেও সংবাদ পৌঁছাবে। বস্তুতঃ এ কথাটি এতো সত্য যে, অসংখ্যবার আমি ইহা নিজ চোখে পূরা হতে দেখেছি।

রাবওয়ার জলসার সময়ও এবং এখনও প্রায়শঃ দূরদূরান্তের সফর অতিক্রম ক'রে আগত ব্যক্তিরা যারা প্রথমবারই জলসায় যোগদানের জন্যে এসেছেন—যখন তাদের কাছে প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন দেখলাম তা ছিল অবিকল এ আয়াতের প্রতীক তাদের প্রতিক্রিয়া। একজন বললেন, "এখন তো আমার মনে চায় ত্বরিৎ ফিরে যাই।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? এতো তড়িঘড়ি কিসের?" তিনি বললেন, "আমাদের জাতি যে বঞ্চিত (অবস্থায়) বসে আছে। আমি যেয়ে তাদের জানিয়ে তো দেই, কী দেখে এসেছি এবং কী কী বিষয় ও কত কিছু থেকে যে তারা বঞ্চিত।" অতএব, "ওয়া লিইউনযিরু কাওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লায়াল্লাহুম ইয়াহ্যারুন" (—এবং যাতে তারা তাদের জাতিকে হুশিয়ার করে যখন তারা তাদের নিকট ফিরে যায়, এর ফলে হয়তো বা তারা ভীত ও (সংশোধিত) হবে—অনুবাদক)। এ আয়াতের এই মর্ম যা বারে বারে আমরা নিজেদের চোখের সামনে বাস্তবায়িত হতে দেখে থাকি। কাজেই বিশ্বব্যাপী সকল জামাত এরূপ স্থায়ী ভিত্তিক (প্রশিক্ষণ) কেন্দ্র-সমূহ স্থাপন করুন, যেখানে নবদীক্ষিতদের কিছু কিছু ক'রে প্রতিনিধি সারা বছর ব্যাপী তরবীয়ত পেতে থাকবেন। সুদীর্ঘ লম্বা তরবীয়তি প্রোগ্রাম প্রণয়ন করবেন না। আপাততঃ ছোট (পাঠ্য ও কর্মসূচী) প্রণয়ন করতে হবে কিন্তু এমন ধরনের বানাতে হবে, যাতে "লিইয়াতাফাক্কাহু" (—ধর্ম বিষয়ে যেন তারা গভীর ও সুস্পষ্ট ধারণা ও চেতনা লাভ করতে সক্ষম হয়—অনুবাদক)-এর হক্ আদায় হয়ে যায়।

"তাফাক্কোহ ফিদ্দীন"-এর অর্থ ও দর্শনঃ

কুরআন করীম বলেছে, নবাগতদের ডাক তাদের 'তাফাক্কোহ' লাভের জন্যে—"লিইয়া-তাফাক্কাহু"—যাতে তারা তোমাদের কাছ থেকে তাফাক্কোহ্ শিখে। তাদের মন মস্তিষ্কে ধর্মীয় বিষয়াবলীকে এরূপে বিশ্লেষণ ক'রে মিশিয়ে দাও, যেন ঘোলের মতন ক'রে পান

করিয়ে দাও যাতে ফিরে গিয়ে তারা তাদের জাতিকে হুশিয়ার করার যোগ্য ও ন্যায্য অধিকারী হতে পারে, ভীতিপ্রদর্শন ও সতর্কীকরণের যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে। কেননা ফিরে গিয়েই (আয়াতের বর্ণনানুযায়ী) 'নযীর'—সতর্ককারীর কর্তব্য সম্পাদন তাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করুন, মাঝখানে অন্য কোনও বিষয়ের উল্লেখ নেই—"ওয়া লিইউনযিরু কাওমাহুম" তারা যেন সত্যকে এতো প্রাঞ্জল ও সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করেন, এতো সুনিশ্চিতভাবে বুঝে নেন যে, তারপর কোনও কিছুই তাদেরকে ঐ সত্য হ'তে ফিরাতে বা সরাতে না পারে। বরং সেই মর্তবাকে তারা লাভ করেন, যা শিক্ষকের মর্যাদা। এবং তারা গিয়ে নিজেদের জাতিকে সতর্ক করেন এবং বলেন, "আমরা সেখানে ঐ নূর দেখে এসেছি, যা ব্যতিরেকে সব দিকই অন্ধকার। যদি তোমাদের এমনিতর অবস্থায় তোমরা পড়ে থাক তাহ'লে অন্ধকাররাশীতে ঘুরপাক খেয়ে প্রাণ হারাবে।" যাতে এর ফলশ্রুতিতে তাদের মাঝে খোদা-ভীতির সৃষ্টি হয়। খোদা-ভীতিকে কাজে লাগায়। নিজেদের হাল-অবস্থার জন্য ভীত ও ত্রস্ত হয়। আর এইরূপে তারা হেদায়াত পেয়ে যায়।

'বিশারত' ও 'ইনযার' একই বস্তুর দুই নাম ঃ

অতএব দেখুন, তবলীগ ও তরবীয়তকে খোদাতা'লা কীরূপে তাৎপর্যপূর্ণরূপে এমন সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন, যা ছিন্ন হতে পারে না। 'সুসংবাদদান' সতর্কী করণে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সতর্কীকরণ সুসংবাদ দানে। উভয় একই বিষয়ের দু'টি নাম। অতএব, আপনারা, যাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় আহমদীয়্যতে দাখিল হবার তওফিক দান করেছেন—এখন আর কালক্ষেপণ না করে তাদের তরবীয়তের এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যে, তাদেরকে শুধু নামায পড়াই শিখাবেন না, কেবল নিত্যকার মসলাই বলে দিবেন না। বরং এখানে বলা হয়েছে—'তাফাক্কোহ্ ফিদ্দীন'-এর কথা। যার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাফাক্কোহ্‌র দ্বারা আবার অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয় আপনা আপনি সৃষ্টি হয়ে যায়। অস্থির চিত্তে এই এক আকাঙ্খা তার অন্তরে জেগে উঠে যে, এরূপ প্রিয় দীনকে কেন সে শিখবে না? কেন সে এতে আরো উন্নতি লাভ করবে না? কেন সে এই হিকমতপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর বদ্ধপরিকর হবে না?

অতএব, আমল বা কর্মের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে আকীদাতে ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এবং আকীদায় দৃঢ়বিশ্বাসের গভীর সম্পর্ক হচ্ছে গভীর ও নিবিড় উপলব্ধির সাথে। যে আকীদা বিশ্বাস হয়ে থাকে গভীর উপলব্ধিবিহীন—উহার নাম দৃঢ় বিশ্বাসই রেখে দিন না কেন—প্রকৃতপক্ষে উহা দৃঢ়বিশ্বাসই নয়। উহা এক কল্পনা বা ধারণা মাত্র। এর চেয়ে এর আর কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। যে বিষয় সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি লাভ হয়, যা কেউ ভাল করে বুঝে নেয়, তাতে একীন বা দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়—যখন দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, তখন ওরূপ ব্যক্তিকে আর বিভ্রান্ত করার কারও সাধ্য নেই। সে অনিবার্যতঃ

উহার উপকারাদি সম্পর্কেও অবহিত হয়ে যায় এবং উহার অস্বীকারজনিত ক্ষতি সম্পর্কেও জ্ঞাত হয়। 'উপকারগুলোকে লাভ করতে সে সচেষ্ট হয় এবং ক্ষতিগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করে। কাজেই আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এই যুগটিতে পদার্পণ-করতঃ এখন সেখানে পৌঁছে গেছে, যেখানে—এমন মনে হয় যেন আলোচ্য আয়াতের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রে গিয়ে আমরা উপনীত হয়েছি। আয়াতটির সমস্ত বিষয়বস্তু চতুর্দিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এখন আর অধিক কোনও বিলম্বের অবকাশ নেই। কাল-ক্ষেপণের কোনও অধিকার আমাদের থেকে যায় নি। অনতিবিলম্বে এই আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টতঃ উপলব্ধি ('তাফাক্কোহ') করে তদনুযায়ী ঐ সকল তরবীয়ত-কেন্দ্র স্থাপন করা অপরিহার্য, যেখানে প্রত্যেক দেশে—এবং প্রয়োজনে একটি দেশে একাধিক 'তাফাক্কোহী কেন্দ্র' যেন আমরা প্রতিষ্ঠা করি। সেখানে নবাগতদের আহ্বান করি। পালাক্রমে তাদের বিভিন্ন দল আসতে থাকবে এবং পাঠ্য বিষয় শিখে ফিরে যেতে থাকবে।

তরবীয়তি ক্লাশ সারা বছরই জারি থাকবে ঃ

আর যেমন কিনা আমি বলে এসেছি, এই তরবীয়তি ক্লাশ সারা বছর ধরেই স্থায়ী হবে। এই ঘোষণা আর হবে না যে, আজ এখন কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ আফ-গানিস্তানে হচ্ছে। আজ পাকিস্তানে হচ্ছে। এরপর তো সারা বিশ্বেই অনুষ্ঠানরত ক্লাশ-গুলোর ব্যাপারে স্থায়ী ভাবেই দোয়া করতে হবে—আল্লাহ্‌তা'লা ইংল্যাণ্ডের ক্লাশগুলোকেও সাফল্যমণ্ডিত করুন। জার্মানীর ক্লাশগুলোকেও। আফ্রিকায় সিয়েরালিয়নের ক্লাশগুলোকেও। ঘানার ক্লাশগুলোকেও। আর নাইজেরিয়ারও। কতগুলো (দেশের) নামই বা প্রত্যেক জুমুয়ায়ে উচ্চারণ করা সম্ভব হবে?! ১৪৩ নাগাদ তো (দেশের সংখ্যা) পৌঁছে গেছে। এগুলোর মধ্যেও আবার অসংখ্য ক্লাশ হবে।

শিক্ষিতরা নিজেদেরকে 'ওয়াক্‌ফ' করুন ঃ

অতএব এই ক্লাশগুলো চালু করুন। আর স্থায়ী ভিত্তিতে জামা'ত এগুলোর জন্যে দোয়া ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুক। এতদ্দেশ্যে যেহেতু আমাদের কাছে আপাততঃ সেই বাহিনী তৈরী হয়ে উঠে নি, যার নাম হচ্ছে 'ওয়াকফে-নও'এর বাহিনী, সেজন্য আবশ্যক হবে, সাময়িকভাবে শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলারা নিজেদের ওয়াক্‌ফ করার। তারা জরুরী-ভিত্তিতে নিজেদের ওয়াক্‌ফ করুন। প্রত্যেক জায়গায় মহিলাদের জন্যও ও পুরুষদের জন্যও পৃথক পৃথক কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হোক। তাদের সকলের তরবীয়ত (ও শিক্ষা) এই অনু-প্রেরণা থেকে প্রদান করা হোক যে, তারা যেন প্রত্যেকটি কথা এতো ভালোভাবে বুঝে যে, দশমনের পক্ষে এরপর আর কখনও তাদের উপর (বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী) আক্রমণ করা সম্ভব না হয়। তারপর তারা যেন ঐ সমুদয় বিষয় সহকারে বেরিয়ে পড়েন। আর সর্বত্র বিস্তার দিতে থাকেন।

এমনি ধারায় ভবিষ্যতে আপনাদের প্রয়োজনীয় তরবীয়ত ছাড়াও তবলীগের চাহিদা-গুলোও একাধারে পূরণ হতে থাকবে। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা যেভাবে আমাদের সাথে ব্যবহার করেছেন—(যেমন) এককে দুইয়ে, দুইকে তিনে, তিনকে চারে এবং চারকে আটে পরিণত করে এসেছেন, এখন এই ধারায় যদি এ যুগকে ধরে রাখতে, আমাদের অন্তরে ইহাকে জারী রাখার আকাঙ্খা থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার তক্‌দীরের অভিমুখে উহার গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শুরু করুন। এটা খোদাতা'লার সেই তক্‌দীরের অভিমুখ, যা আলোচ্য আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে। এই অভিমুখে ধাবমান হোন। তাহলে খোদার তক্‌দীর সর্বদা আপনাদের স্বপক্ষে বিস্ময়াতীত কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে দেখাতে থাকবে। অসম্ভব বিষয়াবলী আপনাদের সামনে সম্ভবে পরিণত হতে আপনারা দেখতে থাকবেন। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এ যাবৎ আপনারা যা দেখে এসেছেন তার প্রেক্ষিতে আপনাদের কোন হক নেই যে, বিস্ময়াবলী সংঘটিত হওয়া সম্বন্ধে আপনারা অস্বীকার করতে পারেন। কল্পনাতীত অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ খোদা আপনাদের দেখিয়েছেন। এখন আপনারা সাক্ষী হয়ে আছেন। কাজেই এই কথাগুলোর উপর আমল করুন—'ফালাওলা নাফারা মিন কুল্লে ফিরকাতিন মিনহুম তায়েফাতুল লিইতাফাক্কাহু ফিদ্দীন ওয়া লিইউনযিরু কওমাহুম ইযা রাজাউ ইলাইহিম লায়াল্লাহুম ইয়াহ্‌যারুন।"

কুরআন করীমের শিক্ষাই আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। আগামী বছরের ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে, খোদাতা'লা আপনাদের জন্যে কীরূপ বিস্ময়াবলী নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি আপনাদের জন্যে কল্পনাতীত কার্যাবলী সাধিত করে দেখাবেন।

প্রত্যেক বছরের মোড় পূর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ হয়ে আসবে ঃ

অতএব এখন আমরা দুনিয়ার সামনে এক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছি। দুনিয়া মনে করে, ওগুলো নাকি সব আকস্মিক ঘটনা ছিল। ওগুলো নাকি সব আকস্মিকতার ফলাফল। আমরা বলি যে, ওসবই ইলাহী তক্‌দীরের প্রতিফলন, যা আহ্‌মদীয়া জামা'তকে এক নতুন যুগে প্রবেশ করিয়েছে। এর প্রতিটি বছরের মোড় পূর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাপূর্ণ হবে। এই সেই তক্‌দীর, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং প্রত্যক্ষ করছি। ভবিষ্যতে এমনি ধারায় এই তকদীর অব্যাহত গতিতে জারী হতে থাকবে।

কাজেই এই সফরের প্রস্তুতি অনুরূপ শান ও মর্যাদায় গ্রহণ করুন, যাতে প্রত্যেক মোড়ে আপনারা নিত্য নতুন অলৌকিক ক্রিয়া, নিত্য নতুন জ্যোতির্বিকাশ দেখতে থাকেন।—যা দেখে দুনিয়াবাসীর চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু অস্বীকার করতে না পারে। বস্তুতঃ ইহা সেই পদ্ধতি, যা আমি কুরআন থেকে শিখে আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি :—"ওয়া মা কানাল মুমেনূনা লিইয়ানফিরু কাফ্‌ফাহ্‌ ফালাওলা নাফারা মিন কুল্লি ফিরকাতিন মিনহুম তায়েফাতুল্‌ লিইয়াতা ফাক্কাহু ফিদ্দীন ওয়া লিইউনযিরু কাওমাহুম ইযা রাজউইলায়হিম লায়াল্লাহুম ইয়াহ্‌যারুন।"

—মুমেনদের পক্ষে ইহা তো সম্ভব ছিল না যে, তারা সবাই সামগ্রিকভাবে জিহাদে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। কাজেই এমন কেন হয় না যে, তাদের (পৃথক পৃথক) জনগোষ্ঠির মধ্য হতে এক এক দল বের হবে যাতে তারা দীন শিখে (উহাতে পরিপূর্ণ উপলব্ধি লাভ করে)। এখন 'বের হবে'—বলতে বুঝায়, নিজেদের গৃহ হতে বের হবে। তারপর কোথাও যেতে হবে? দীন শিখানোর কেন্দ্র কোথায়? সে স্থানগুলোর নাম উচ্চারণ বা উল্লেখ করা হয় নি। মদীনার নাম না বলার মধ্যেও একটি কারণ ও হিকমত নিহিত আছে। ইসলামের বিস্তার লাভ করা তো অবধারিত ছিল। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবই ছিল না মদীনায় পৌঁছা। তারপর ইহাও অবধারিত ছিল যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করবেন। তাই ইহাও সম্ভব ছিল যে, মদীনায় দীনের শিক্ষা দানকারী ঐরূপ পবিত্র (সংস্কারক) ব্যক্তিরা অবশিষ্ট নাও থাকতে পারেন এবং জাতির অবস্থা বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এই সব রকমের আশঙ্কার জবাব এই আয়াতের মধ্যেই প্রদান করা হয়েছে। একেই বলে 'ফাসাহাত ও বালাগত'—অপূর্ব প্রকাশ ও বর্ণনা ভঙ্গী।

কোন্ দিকে বেরিয়ে যাবে? সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। তবে কোনও না কোন স্থান এরূপ হওয়া উচিত, যেখানে তাদের তরবীয়তের (তথা রূহানী প্রশিক্ষণের) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আর এটাই মুমেনদের জামাতের সমষ্টিগত 'ফরয' (অবশ্য করণীয় কর্তব্য) হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। (অর্থাৎ) যেখানে যেখানেই সামর্থ্য ও সুযোগ-সম্ভাবনা (তওফিক) আছে, সেখানেই তাদের (জন্যে) কেন্দ্র স্থাপন করা। কিন্তু তোমাদের পক্ষে যে-যেস্থানে নিত্য বয়আত হচ্ছে সে-সব স্থানে পৌঁছে তাদের তরবীয়ত করা সম্ভব হবে না। তাদের উপরেই দায়িত্ব ন্যস্ত কর, তাদের প্রতিনিধিরা যেন নির্দিষ্ট তরবীয়তি কেন্দ্রগুলোতে আসেন। তারা শিখে ফিরে গিয়ে আপন লোকজনদেরকেও শিখান এবং বিশেষতঃ অপরাপরকে 'ইনযার' (সতর্কীকরণ)-এর দ্বারা এই হেদায়াত ও আশ্রয়স্থলের দিকে ডাকেন। এই সেই বিষয়বস্তু, যা আপনারা যতই চিন্তা-ভাবনা করেন ততই প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত হয়,—যেমন ফুল পাঁপড়িগুলো মেলে দেয় তেমনি সুস্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ততই অত্যন্ত সুন্দর রূপে প্রকাশ পাবে।

তরবীয়ত কেন্দ্রগুলোর কতিপয় বিস্তারিত বিবরণঃ

অতএব, সমগ্র বিশ্বব্যাপী জামাতসমূহ উক্ত বিষয়বস্তুর আলোকে এরূপ স্থানগুলোতে কেন্দ্র স্থাপন করুক, যেখানে আশ-পাশের অঞ্চলস্থ লোকদের পক্ষে এসে যোগদান করা সম্ভব। আর এরূপ নেযাম (সাংগঠনিক ব্যবস্থা) চালু করুন, যাতে সারা বছর ব্যাপীই এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। তাদের জন্যে সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার অদল-বদলের নেযাম ও জারী করতে হবে (যাতে পালাক্রমে দলের পর দল শিক্ষার্থীরা আসতে থাকেন)। এ দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে,

যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বুঝে না উঠে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে রাখতে হবে। এবং ক্লাশগুলোকে অনেকটা মেকানিক্যাল ধরনের বানাবেন না। কেননা আয়াতটিতে সময়সীমাও বর্ণিত হয় নি। "লিইয়াতাফাক্কাহু" (—'সম্যকভাবে যেন তারা সকল তত্ত্ব-তথ্য বুঝে যায়')—কেবল এ শর্তটিই বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ কোন কোন লোক কিছুটা দেরীতে বুঝে। আবার কেউ শীঘ্র বুঝে যায়। যারা একটু দেরীতে বুঝে তাদেরকে আরো কিছু সময় রাখা উচিত এই বলে যে, "তোমরা এখনো যোগ্য হয়ে উঠ নি!" যেমন, প্রথম বছর কেউ ফেল করলে তার আরেক বছর বাড়িয়ে দেয়া হয়। সে রকমের বছর কালের ব্যাপার তো নয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণকারীদের উপস্থিতি আবশ্যকীয়। যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারেন যে, তার ভিতর স্বতঃস্ফূর্ততা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গেছে, তত্ত্ব-তথ্য বুঝে গেছে, তখন তাকে বলুন, "ভাল কথা, ভাই! এখন বিদায়-সালাম। আপনি এখন ঐ কাজে আত্মনিয়োগ করুন, যার জন্য খোদাতা'লার ইরশাদ অনুযায়ী আমরা আপনাকে গড়ে তুলেছি। আপনার জাতির কাছে ফিরে যান এবং তাদের মাঝে সর্বব্যাপী ইনযার বা হুশিয়ারী প্রদানের কাজ শুরু করুন।"

এই ধারায়, এই পদ্ধতিতে যখন আপনারা কাজ করবেন, তখন দেখবেন যে, খোদাতা'লার ফযলে জামাত কীরূপ সংহত ও মজবুত হয়ে গড়ে উঠার সৌভাগ্য লাভ করছে। কত দ্রুতবেগে জামাত উত্তরোত্তর ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে থাকবে। প্রত্যেক নবাগত প্রত্যেক আসন্ন যুগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে। আপনাদের সহায়ক হতে থাকবে। আপনাদেরকে নতুন লোকদেরকে তবলীগ করার জন্যে এবং নিত্য নুতন দেশ ও জাতিদের মাঝে দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে আত্মনিয়োগের জন্যে মুক্ত করে দিবে এই বলে যে, "আমাদের জাতিকে তো এখন আমরাই শামলাচ্ছি। আমাদের জন্য চিন্তাভাবনা ছিল তা তো আপনারা সম্পন্ন করেছেন। এখন আমাদের উপরে ছেড়ে দিন। যখন কিনা খোদাতা'লা আমাদের উপরে আস্থা স্থাপন করেছেন, আমাদেরকে কিছুটা দীন বুঝে নেয়ার পর নিজেদের জাতিকে 'ইনযার' (হুশিয়ার) করার কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্য বলে নির্ধারণ করেছেন, তখন তা আমাদেরকে করতে দিন। আমাদের জন্য আর চিন্তা করবেন না। আপনারা যান। অন্যান্য দেশ তালাশ করুন।" ১৪৩টি দেশ তাদের নিকট ছেড়ে দিন। নতুন ১৪৩টি দেশের সন্ধান করুন।

নতুন জাতিদের দিকে বেরিয়ে পড়ুন। নতুন গ্রাম-গঞ্জ-শহরের দিকে মনোযোগী হোন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে, এগুলো হচ্ছে ঐ উদীয়মান ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিক শৃঙ্খল যার পথে সমগ্র দুনিয়ার কোনও শক্তি প্রতিবন্ধক হয়ে টিকতে পারবে না।

আমি এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, আপনাদের এগিয়ে যাওয়া অবধারিত। আপনারা ক্রমাগতভাবে অগ্রসরমান হতে থাকবেন। এমন কি আপনাদের দৃপ্ত পদধ্বনি আসন্ন শতাব্দীতে শোনা যাবে। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হোন। আল্লাহ্ আপনাদের রক্ষক ও সহায়ক হোন। সাহসকিতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ে এই সফরকে অব্যাহত রাখুন কুরআন করীমে প্রদত্ত হেদায়াত অনুযায়ী আপনারা যদি চলতে থাকেন তাহ'লে এসব এরূপ ব্যবস্থাপত্র, যা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। আল্লাহ্ আপনাদের রক্ষক ও সহায়ক হোন। (সালাম)।

পত্র-পত্রিকা থেকেঃ

নোবেল বিজয়ীর গর্দানে মৌলবাদী খঞ্জর !

"সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অশীতিপর বৃদ্ধ নাগিব মাহফুজ মৌলবাদের আঘাতের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিরাশি বছর বয়স্ক ঐ মিসরীয় সাহিত্যিকের ঘাড়ে একজন মৌলবাদী ঘাতক বার বার ছুরিকাঘাত করে। তিনি জীবনে বেঁচে গেলেও গুরুতররূপে আহত অবস্থায় কায়রোর এক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিরাশি বছরের বৃদ্ধ নাগিব মাহফুজের বয়স, ক্ষতের গভীরতা, প্রচুর রক্তক্ষরণ এবং ধমনী ছিন্ন হওয়ায় তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নাগিব কায়রোর এক কফি হাউসে মিশরীয় সাহিত্যিকদের এক সাপ্তাহিক আসরে যোগদান করতে যাবার পথে মৌলবাদী ঘাতকের শিকার হন। আধুনিক মিশরীয় কথা সাহিত্যিকের রূপকার নাগিব মাহফুজ ছয় বৎসর আগে যখন সাহিত্যে অবদানের জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তখন পর্যন্ত স্বদেশ মিশরে তিনি নিষিদ্ধ। তখন পর্যন্ত তার রচনাবলী মূল আরবী ভাষায় বা অনূদিত অন্যান্য ভাষায় মিশর নয় বাইরে বহুল প্রচারিত। নোবেল পুরস্কার লাভ করার পরে অবশ্য মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনে মোবারক তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত করেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত তার প্রতি মিশর সরকার এবং মুসলমান মৌলবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো পার্থক্য ছিলে না। নাগিবের অপরাধ তিনি একজন 'ডিসিডেন্ট' বা ভিন্ন মতাবলম্বীর সাহিত্যিক সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যে মধ্যপ্রাচ্যের সবচে' অগ্রসরমান আরব ও মুসলিম দেশ মিশরেও একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন সাহিত্যিকের এই পরিণতি। মিশরের নাগিব মাহফুজের ওপর মৌলবাদীদের আক্রমণ আমাদের দেশে একাত্তর সালে আলবদরদের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিজ্ঞানে অবদানের জন্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আবদুস সালাম, তিনি পাকিস্তানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দেশ ছাড়া। তার পাকিস্তানী পাসপোর্ট নেই, তিনি বৃটিশ পাস-পোর্টধারী এবং ইতালীতে বসবাসকারী। তিনি ভারতে আসেন, বাংলাদেশে আসেন কিন্তু পাকিস্তানে যেতে পারেন না। পাকিস্তানী হয়েও তিনি পাকিস্তানে যেতে পারেন না বা যান না কারণ তিনি একজন কাদিয়ানী এবং পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে। সালাম সাহেব যতো বড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন, যতবারই তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্যে বিবেচিত হোন না কেন পাকিস্তানে তার কোন স্থান নেই। পাকিস্তানে তার পরিচয় বিজ্ঞানী নয় কাদিয়ানী। পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক এবং বিদেশী মন্ত্রী শিমেন পেরেজ যৌথভাবে এ বছর শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হয়েছেন। এক সময় ছিলো যখন ইসরাইলের রবিন

ও পেরেজ পিএলও নেতা আরাফাতের মাথা চাইতো কিন্তু এখন ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চল জেরিকো আর গাজা ভূখণ্ডে ফিলিস্তিনী শাসন কায়েম করার অপরাধে আরাফাতের মাথা চাইছে ফিলিস্তিনী মৌলবাদী হামাস গোষ্ঠী। মিশরীয় নাগিব মাহফুজের মতো নির্বাসিত পাকিস্তানী বিজ্ঞানী সালাম বা ফিলিস্তিনী নেতা আরাফাত নোবেল পুরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গী মুসলিম মৌলবাদীদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। বাংলাদেশে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এবং বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষে অবদানের জন্যে বাংলাদেশী মৌলবাদীরা তালিকা ও নীল নক্শা অনুযায়ী পাইকারীভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু করেছিলো। ষোলই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করায় তাদের তালিকা অনুযায়ী বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড শেষ করতে পারেনি। সেই তালিকা এখনও আছে, হত্যাকারীরা এখনও অক্ষত, তারা সশস্ত্র; চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎপর এবং বাংলাদেশে একাত্তরের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্যে সচেষ্ট ও তৎপর। সুতরাং নাগিবের ওপর আক্রমণে আমরা বিস্মিত নই"। (সম্পাদকীয় : ১৭/১০/৯৪ইং তারিখের আজকের কাগজের সৌজন্যে)

ওয়াকফে-নও শিশু ও অভিভাবকদের জ্ঞাতব্য

প্রিয় ওয়াকফে নও,

আল্লাহ্‌তা'লা তোমাকে তাঁর হেফাযত ও নিরাপত্তার ছায়াতলে রাখুন (আমীন)

আশা করি তুমি ভাল আছ এবং পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পিতামাতা, ওয়াকফে নও-এর সেক্রেটারী সাহেব ও মুরব্বী সাহেব তোমার তালীম ও তরবীয়ত করছেন।

(১) তোমরা পিতামাতাকে বলো যে, তারা যেন ষান্মাসিক কার্যক্রম অনুযায়ী তোমাদেরকে আমল করান।

(২) আমাদেরকে অবহিত করো যে, তোমরা কি ইয়াস্‌সারনাল কুরআন/কুরআন মজীদ পড়ছো?

(৩) প্রিয় ইমাম আইয়াদাহুল্লাহুতা'লা বেনাসরেহিল আযীয এর নিকটে তুমি গত ক্বয় মাসে ক'টি চিঠি পাঠিয়েছো?

(৪) তুমি কি এম, টি, এ (মুসলিম টি, ভি, আহমদীয়া)এর প্রোগ্রাম রীতিমত দেখো?

আল্লাহ্‌তা'লা তোমাকে একজন আদর্শবান ওয়াকফে-নও করে দিন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

স্বাক্ষর—মোহাম্মদ আলী

ওয়াকীল' ওয়াকফে নও

তাহরীকে জাদীদ

ওয়াকীল ওয়াকফে-নও এর উপরোক্ত নির্দেশনামা আপনাদের খেদমতে পাঠান হল। এতদপ্রসংগে সত্বর খাকসারের নিকট রিপোর্ট পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি।

মোহাম্মদ সামসুর রহমান

সেক্রেটারী ওয়াকফে-নও

হজ্জ ১৯৯৪ ইং-এর দুর্ঘটনার স্মৃতিচারণ

আলহাজ্জ এ, এস, এম, ওয়াহিদুল ইসলাম

আমি সউদী আরব এসেছি ১৯৯১ সালের ১লা আগষ্ট। এ পর্যন্ত এবারের হজ্জসহ তিনটি হজ্জ করেছি। গত দুই হজ্জে তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। শুধুমাত্র কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকেছে, যে সমস্ত জায়গায় ইরানীরা ছিল সে সমস্ত জায়গায় দৈনিক কয়েক ঘন্টা কার্ফু ছিল। এবারের হজ্জেও তা অব্যাহত ছিল। যদিও বহির্বিশ্ব এবং সৌদি আরবের অন্যান্য এলাকার লোক এ খবর জানে না। এমনকি মক্কায় অবস্থানকারী এমন লোকও অনেকে জানে না। আমরা যারা ঐসব এলাকা দিয়ে আসা যাওয়া করি শুধুমাত্র তারা জানি। যাহোক এবার সবচেয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে শয়তানকে পাথর মারার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন। দ্বিতীয় দিন ওভার ব্রীজের নীচে বহু হাজী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং অনেকে ঘুমিয়ে ছিলেন। ওভার ব্রীজ দিয়ে গাড়ী যাতায়াত করছিল। তিনটি গাড়ী ওভার ব্রীজের রেলিং ভেঙ্গে ঘুমন্ত এবং বিশ্রামরত হাজীদের গায়ের উপর পরে। এতে ঘটনা-স্থলেই গাড়ীর যাত্রী এবং ওভার ব্রীজের নীচে অবস্থানরত বহু হাজী মারা যান। তাদের অনেকেরই লাশ মক্কায় শিশা হাসপাতালের ফ্রীজে রাখা হয়েছে। যাদের গায়ের উপর গাড়ী পড়েছে তাদের শরীর সম্পূর্ণ থেঁতলে গেছে। আমার এক বেয়াই ঐ হাসপাতালে চাকুরী করে আমাকে লাশগুলো দেখাতে চেয়েছিল। আমার চাকুরীর পর সময় না থাকাতে এবং অস্বাভাবিক লাশ দেখা আমার জন্য সম্ভব নয় বিধায় আমি দেখতে যেতে পারিনি। দ্বিতীয় দিন থেকে আমার প্রচণ্ড সর্দি, কাশি এবং জ্বর হওয়াতে আমি মিনায় রাত কাটিয়ে সকালে বাসায় চলে আসি।

তৃতীয় দিন যোহরের সময় পাথর মারার পরিকল্পনা থাকলেও প্রচণ্ড রোদ আর গরমে বাসা থেকে একটু দেরী করে প্রায় তিনটার দিকে আমি পাথর মারার জন্য বের হই। মিনায় পৌঁছাতে আসরের নামাযের সময় হয়ে যায়। তাই মিনায় আসরের নামায পড়ে পাথর মারার জন্য অগ্রসর হই। তখনও অসংখ্য হাজী পাথর মারছে। শয়তানকে পাথর মারার স্থানে উপরে ওভার ব্রীজ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে উপরে এবং নীচে হাজীরা দু'দিক থেকেই পাথর মারছেন। আমি প্রতিবারই ব্রীজের উপরে উঠে পাথর মারি। তাই এবারও পাথর মারার জন্য উপরে উঠতে যাওয়ার পথেই পুলিশের বাধা পেলাম। পুলিশ হাজীদের উপরে উঠতে দিচ্ছে না। রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম পুলিশ লাল-সাদা ডোরা কাটা লম্বা ফিতা নিয়ে দু'দিকে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। এর ভিতরে হাজীদের প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। দেখলাম রাস্তায় এম্বুলেন্স চলাচল করছে। আমি ভেবেছিলাম হয়ত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোন লোক আসবে যার ফলে পুলিশ রাস্তার দুপাশে ফিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যাহোক প্রচণ্ড ভীড়ের জন্য

বেশী দুর দৃষ্টি যায় না। যার ফলে কোথাও কোন দুর্ঘটনা হয়ে থাকলেও মানুষের জন্য কিছু দেখা যায় না। প্রচণ্ড রোদ, গরম এবং ভীড়ের চাপে অস্থির হয়ে কোনরকম শয়তানকে পাথর মেরে ডানে বায়ে না তাকিয়ে সোজা হারাম শরীফে চলে আসলাম। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে দুর্ঘটনা সম্পর্কে যা শুনলাম তা খুবই লোমহর্ষক এবং মর্মান্তিক।

ঐ দিন প্রচণ্ড রোদ এবং গরম থাকাতে হাজীরা যোহরের নামায পড়েই একযোগে শয়তানকে পাথর মারার জন্য অগ্রসর হয়। সবারই ইচ্ছা ছিল দ্রুত পাথর মেরে প্রচণ্ড রোদ এবং গরম থেকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার। যার ফলে ব্রীজের উপরে এবং নীচে পাথর মারার স্থানে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে উক্ত স্থানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নীচে তেমন লোক মারা যায় নাই। কারণ নীচে প্রচণ্ড ভিরের কারণে যারা পরে পাথর মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা আস্তে আস্তে সরে যেতে পেরেছে। নীচে প্রচণ্ড ভীড় থাকলেও সরে যাওয়ার জায়গা ছিল। কিন্তু ব্রীজের উপরে তা ছিল না। পাথর মারার স্থানে শৃঙ্খলার কোন ব্যবস্থা না নেওয়াতে নীচে উপরে দু'জায়গায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। নীচে সরে যাওয়ার জায়গা থাকাতে তেমন হাজী মরে নি। কিন্তু ব্রীজের উপরে সরে যাওয়ার জায়গা ছিল না। যদি পাথর মারার ব্যবস্থা এমন হতো যে, ব্রীজের একদিক থেকে পাথর মেরে আরেক দিকে নেমে যাবে। তাহলে এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিত না। দেখা গেছে যে, ব্রীজের দু'দিক থেকেই হাজীরা পাথর মারার জন্য উঠে এসেছেন। যার ফলে যারা পাথর মারা শেষ করেছে তাদের আর বের হওয়ার রাস্তা ছিল না। এর ফলে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। যারা পাথর মারা শেষ করেছে এবং যারা চাপের জন্য পাথর না মেরেই পরে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারাও বের হওয়ার বা পাশে সরে যাওয়ার জায়গা না পাওয়াতে সরতে পারে নি। একদল হাজীর বের হওয়ার চেষ্টা এবং আরেক দল হাজীর ব্রীজের মধ্যে শয়তানকে পাথর মারার জন্য যাওয়ার চেষ্টা এই দুই দিকের প্রচণ্ড চাপে অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। যারা চাপ সহ্য করতে না পেরে নীচে পরে গেছে তারা উঠতে পারেন নি, অন্যান্য হাজীদের পায়ের নীচে পরে মৃত্যু বরণ করেছেন। যারা নীচে পরে যাওয়া হাজীদের তোলার চেষ্টা করেছেন তারাও অনেকে ভীড়ের চাপ সহ্য না করতে পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একইভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন। প্রচণ্ড গরম এবং তীব্র সূর্যের তাপেও অনেকে হার্টফেল করে মারা গেছেন। প্রচণ্ড ভীড়ের চাপে একপর্যায়ে কিছু হাজী ব্রীজের রেলিং ভেঙ্গে নীচে পড়ে যান। অপর দিকে অনেক হাজী চাপ সহ্য করতে না পেরে উপরের এহ্‌রামের কাপড় খুলে একটির সাথে একটি গিরো দিয়ে অনেক লম্বা করে ব্রীজের রেলিং-এর সাথে বেঁধে নীচে নেমেছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। এই সব ঘটনার দু'ঘন্ট পর পুলিশ খবর পেয়ে উদ্ধার করতে আসে যে সমস্ত হাজী মারা গেছেন তাদেরকে গাড়ী বোঝাই করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যাদের ঠিকানা পাওয়া গেছে এবং যাদের ঠিকানা পাওয়া যায় নাই তাদেরকে আলাদা গাড়ীতে নিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালের ফ্রীজে রাখা হয়েছে। মৃত হাজীদের মধ্যে সৌদি আরবের বাইরের হাজীও যেমন ছিল। তদ্রূপ সৌদীতে কর্মরত আছে এইরূপ হাজীও ছিল মৃত হাজীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বাংলাদেশী হাজীও রয়েছেন। স্থানীয় বাংলাদেশীরা তাদের পরিচয় উদ্ধারে চেষ্টা করেছেন।

গুঁন্চা

(ফুল-কুঁড়ি)

(৫ থেকে ৭ বছরের ওয়াকফে নও এবং অন্যান্য শিশুর জন্যে তা'লীম তরবীয়তি পাঠ্যসূচী)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

অষ্টম কিস্তি

আহমদীয়্যাতের ইতিহাস

প্রিয় শিশুরা! খোদার অনুগ্রহে আমরা সবাই আহমদী। রসূলে পাক (সাঃ)-কে আমরা ভালবাসি। তাঁর সব আদেশ আমরা পালন করি। তাঁকে ভালবাসার অর্থ হলো তাঁর সকল কথাকে সত্য বলে মনে করা। কতক কথা তো তিনি তাঁর যুগের জন্যে বলেছিলেন আর কতক কথা বলেছিলেন পরবর্তী যুগের জন্যে। তিনি (সাঃ) বলেছিলেন যে, যখন তিনি এ দুনিয়া থেকে খোদার নিকট চলে যাবেন তখন মুসলমানগণ খোদার প্রিয় কথা-বার্তাগুলো ভুলে যাবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌তালা ইসলামকে কয়েক বছরের জন্যে কেবল সৃষ্টি করেননি। ইসলামের কথাকে সর্বযুগের লোকদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্যে খোদাতা'লা এ পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন যে, যখন লোকেরা ইসলামকে ভুলতে থাকবে তখন খোদার এক প্রিয় বান্দা আবির্ভূত হবেন এবং ইসলামের মধ্যে যে ত্রুটিপূর্ণ কথাগুলো যুক্ত হয়ে যাবে সেগুলোকে বের করে সঠিক ইসলামী শিক্ষাকে পেশ করবেন। এরূপ পুণ্যবান ব্যক্তিকে 'মুজাদ্দেদ' বলা হয় অর্থাৎ সঞ্জীবিতকারী, নবায়নকারী, সঠিকভাবে উপস্থাপনকারী। রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক শতাব্দীর পরে একজন মুজাদ্দেদ আসবেন। তেরশ' বছরের পরে যে মুজাদ্দেদ আসবেন তিনি বড়ই মর্যাদাবান হবেন আর তিনিই হবেন 'মাহদী'। রসূলে পাক (সাঃ) বলেছেন যে, শেষ যুগে আগমনকারী মোজাদ্দেদকে মাহদী বলা হবে। তিনি মসীহ্‌ও হবেন। আমার সোনামনি! আমরা ঐ যুগে জন্ম নিয়েছি যা বড়ই মর্যাদাবান মাহদীর যুগ।

মা—তোমার এ যুগের মাহদীর নাম জানা আছে কি? যদি থাকে তবে তাঁর পূর্ণ নাম বলো তো।

শিশু—হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। একটি কথা বুঝিয়ে বলুন। সব সত্য কথা তো আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছেন, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কেন আসবেন।

মা—ইহা তো সঠিক কথা যে, উত্তম কথাগুলো সবই রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলে গিয়েছিলেন। আর ইহাও ঠিক যে, কুরআন মজীদে সব কিছু লিখিত-ভাবে মজুদ আছে। কিন্তু তোমার কি মনে নেই যে, আমরা কোন পাঠ্য-বিষয় কিছু দিন পাঠ না করলে ভুলে গিয়ে থাকি। পুনরায় ঐ পাঠ্য-বিষয় পাঠ করার জন্যে একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। পুস্তকে সব কিছু লিখিত থাকা সত্ত্বেও সব কিছু মনে থাকে না আর এজন্যে আমাদের বার বার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) পুনরাবৃত্তি করার জন্যে এসেছেন।

শিশু—রসূলে পাক (সাঃ) যা বলে গেছেন ঐসব কথাই তো বলা হচ্ছে তাই নয় কি?

মা—অবিকল ঐসব কথাই। ঐ কুরআন পাক-ই, প্রত্যেকটি কথা উহারই।

শিশু—রসূলে পাক (সাঃ) কি তাকে জানতেন?

মা—তিনি (সাঃ) অবশ্যই জানতেন। তিনিই (সাঃ) তো বলেছিলেন, যখন আমার আল্লাহ্র নিকট যাবার পর চৌদ্দশ' বছর গত হয়ে যাবে তখন একজন প্রিয় ব্যক্তি মাহদী হয়ে আবির্ভূত হবেন। আর তিনি ইহাও বলেছিলেন যে, ঐ যুগের লোকেরা ইসলামকে ভুলে বসে থাকবে।

শিশু—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লোকদেরকে কীভাবে ইসলাম শিখিয়েছেন।

মা—হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি আল্লাহ্কে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতেন। ইবাদত করতেন। নামায পড়তেন। আল্লাহ্তা'লা তাঁর বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে বল্লেন, তুমিই সেই ব্যক্তি যাকে মাহদী ও মসীহ্ হতে হবে। পুনরায় আল্লাহ্তা'লা তাঁকে সব পন্থা শিখিয়ে দিলেন। তিনি পুস্তকাদি লিখতেন, বক্তৃতাদি করতেন। যারা সাক্ষাৎ করতে আসতেন তাদেরকে বলতেন, যে মাহদীর আসার কথা ছিল আমিই সেই মাহদী।

শিশু—তাহলে সবাই মেনে নিলো না কেন?

মা—ভাল লোকে ভাল কথা মানে। যখন আমার সোনামণি বড় হয়ে যাবে তখন সারা দুনিয়াকে বলবে, যে মাহদীর আসার কথা ছিল তিনি এসে গেছেন তখন সবাই তাঁকে মেনে নিবে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
(তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)

আজ আমি তোমাদেরকে একজন অনেক বড় ব্যক্তির কথা বলবো। কতক বড় ব্যক্তিতো তারা হয়ে থাকেন যাঁরা টিভির পর্দায় এসে থাকেন। যাঁদের ছবি পত্রিকায় ছাপা হয় এঁরা তো লোকদের নিকট বড় হয়ে থাকেন; কিন্তু আমি এমন একজন বিরাট ব্যক্তির কথা বলবো যাঁকে খোদাতা'লাও পসন্দ করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ বড় লোকদেরকে মানুষ কিছু দিন পরে ভুলে যায়, কিন্তু যে-ব্যক্তিকে খোদাতা'লা পসন্দ করেন তাঁকে সর্বদা স্মরণে রাখা হয়। তোমরা উপমহাদেশের মানচিত্র দেখে থাকবে যেখানে ভারতের পাঞ্জাবের সাথে পাকিস্তানের সীমান্ত মিলে গেছে সেখানে গুরুদাসপুর নামক একটি জেলা আছে। গুরুদাসপুর জেলার একটি শহরের নাম কাদিয়ান। পূর্বে ইহা ছিল একটি গণ্ড গ্রাম। এ গ্রামে মির্যা গোলাম মুর্তযা সাহেবের পরিবার বসবাস করতেন। তিনি ঐ গ্রাম ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের জমিদার ছিলেন। তাঁর বেগম সাহেবার নাম ছিল মোহতারমা চেরাগ বিবি সাহেবা। তাঁকে আল্লাহ্‌তা'লা চাঁদের ন্যায় এক পুত্র সন্তান দান করলেন। ছেলে পেলে আরও ছিল কিন্তু এ ছিল সবচে' আদুরে। তাঁর নাম তিনি রেখে ছিলেন গোলাম আহমদ। শিশু যেমন আদরের, নামটিও ছিল তেমনি মন ভোলানো। ঐ নামের অর্থ আছে। তিনি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের গোলাম হবেন। ঐ যুগে আজকালকার মত এত স্কুল ছিল না। ধনী লোকেরা ঘরে শিক্ষক রেখে ছেলে পেলেদের লেখা পড়া শিখাতেন। এ শিশু ঘরে বসে তাঁর শিক্ষকের নিকট প্রথমে কুরআন মজীদ পড়লেন। পরে আরবী ফার্সী এবং অন্যান্য দার্শনিক বিষয়াদি, চিকিৎসাশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র ইত্যাদি শিখলেন। পড়ে পড়ে যখন নতুন নতুন কথা শিখলেন তখন তিনি এতই আনন্দ অনুভব করলেন যে, যখনই তাঁকে দেখা যেতো তাঁর সাথে বই-পত্র থাকতো। কিছু কিছু ঘোড়ায় চড়া আর কাবাডি প্রভৃতি খেলা-ধূলার শখ ছিল তাঁর। কিন্তু জ্ঞান আহরণ করার শখই তাঁর অধিক ছিল। আর পড়াশুনার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব একটা ঢং ছিল। কামড়ায় পৃথকভাবে, নিঃশব্দে, একাকী বসে পড়াশুনা করতেন তিনি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর স্মরণ শক্তি এভাবে দিয়েছিলেন যে, যা পাঠ করতেন অমনি মস্তিষ্কে বসে যেত। মনযোগ সহকারেই পড়তেন তিনি। যে মনযোগ সহকারে পড়ে, পরিশ্রম করে পড়ে, আল্লাহ্‌ পাক স্বয়ং তাকে সাহায্য করেন। শিক্ষক একখানা পুস্তক পড়াতে শুরু করতেন, তিনি শীঘ্র শীঘ্র তা পড়া শেষ করে উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক পড়া শুরু করতেন। আস্তে আস্তে এতবার পড়া এবং বহু পুস্তক পাঠ করার ফলে ঐ শিশুর মনে একটি বিষয়ের প্রতি ঝোঁক বাড়তে আরম্ভ করলো আর ঐ বিষয় ছিল ইসলামিয়াত। কুরআন মজীদ ও হাদীসের পুস্তকাদিই তিনি অধিক পাঠ করতেন। আবার কুরআন মজীদ এবং হাদীস সম্বন্ধে বড় বড় আলেমগণ যে পুস্তকাদি লিখেছিলেন তা-ও পাঠ করতেন। তাঁকে সর্বদা বই-পুস্তক নিয়ে নিয়োজিত থাকতে দেখে তাঁর আব্বা চিন্তা করতেন, বড় হয়ে এ শিশু কী করবে!

তাঁর জায়গা জমি ছিল, সম্পত্তি ছিল। এ নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ ছিল। এসব কাজ শামলানোর জন্যে তো অনেক চালাক ও সাবধানী লোকের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু যখন তিনি দেখতেন যে, তাঁর ছেলে কুরআন মজীদ পাঠ করছে আর মসজিদে চলে যাচ্ছে। মসজিদ থেকে এসে হাদীসের পুস্তক পাঠে নিমগ্ন হচ্ছে তখন তিনি মনে মনে ভাবতেন যে, উত্তম কথা তো ইহাই যে, খোদার খাতিরে সময় ব্যয় করা। মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব যখন একটু বড় হলেন তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করলেন। এতদিন তো কোন চিন্তাই ছিল না। যত চাইতেন পুস্তকাদি কিনতেন। ঘর থেকে তৈরী খাবার এসে যেত। কিন্তু এখন খুবই চিন্তায় পড়লেন তিনি। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করলেন তিনি—আল্লাহ্‌তা'লা তো দোয়া শুনে থাকেন—আল্লাহ্‌তা'লা বড়ই আদর ও মমতার সাথে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, ঘাবড়াও কেন? হয়েছে কি? আল্লাহ্‌তা'লা কি তোমার প্রয়োজন পূরো করতে পারেন না? আল্লাহ্‌তা'লার কথা কুরআন করীমের এক আয়াত অনুযায়ী এরূপ—আলায়সাল্লাহু বেকাফেন 'আবদাহু (অর্থ—আল্লাহ্ কি তাঁর দাসের জন্যে যথেষ্ট নয়?)।

আল্লাহ্ পাক পরবর্তীকালে সারাজীবন তাঁর এ প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ করেছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কারও প্রাণে আঘাত দিতেন না। গরীবদেরকে স্নেহ করতেন, নিজের খাবারের অংশ পর্যন্ত তাদেরকে খাইয়ে দিতেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধবের সাথে ঝগড়া ঝাটির তো কোন বালাইই ছিল না। বড়দের সম্মান করতেন। ছোট্ট শিশুদেরকে স্নেহ করতেন। সারা দিন ইবাদত বন্দেগী আর ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ করে কাটাতেন। আর রাতের অধিকাংশ সময় নামায পড়ে কাটাতেন। যখন তিনি কোন স্বপ্ন দেখতেন। হুবহু অধিকাংশ পূর্ণ হয়ে যেত। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতো, গোলাম আহমদের সাথে সত্যিই খোদার বিশেষ সম্পর্ক আছে। কখনও এরূপ হতো যে, তিনি কোন কথা চিন্তা করতেন, তখন আল্লাহ্‌তা'লা নিজে নিজেই এর উত্তর তাঁকে শিখিয়ে দিতেন। তিনি কারও জন্যে দোয়া করলে খোদাতা'লা তা কবুল করে নিতেন আর প্রথম থেকেই খবর দিয়ে দিতেন যে, এখন এরূপ হবে। সঠিকভাবে একটু চিন্তা করে দেখো তো! তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে বলতেন, আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, আজ একটি পত্র আসবে। এর মধ্যে ইহা লেখা থাকবে। ঐ দিনই সেই পত্র এসে যেত আর তাতে উহাই লেখা থাকত। যারা তাঁকে দেখত তারা মনে মনে ভাবতো। এরূপ ব্যাক্তি প্রতিদিন জন্ম নেয় না। আল্লাহ্‌রই বিশেষ বান্দা। ঐ সময় সকলেই আশ্চর্য হতেন যখন তাঁর কোন প্রয়োজন দেখা দিত আর কোন চেষ্টা ব্যতিরেকে দোয়ার মাধ্যমেই তা পূরণ হয়ে যেত। তোমরা কোর্টের নাম শুনে থাকবে। জজ, আদালত, উকিল এ শব্দগুলোও তোমরা শুনেছ। যখন কোন ঝগড়া বিবাদ হয়ে যায় তখন জজ এর বিচার করেন লোকেরা নিজের ইচ্ছে মত সিদ্ধান্ত পাবার জন্যে মিথ্যেও বলে দেয়। কিন্তু তাঁর আদালতেও মিথ্যে বলেন নি। তিনি মনে করতেন, জজকে ভয় করার কী আছে!

প্রকৃত বিচারক তো আল্লাহ্‌তা'লা। আর তাঁর সত্যতার পুরস্কার স্বরূপ খোদাতা'লা তাঁর পক্ষেই সিদ্ধান্ত দেওয়াতেন। তিনি যখন যুবক ছিলেন তখন উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন চলছিল। এখন চিন্তা করো, খৃষ্টানদের রাজত্ব এবং প্রজারা অধিকাংশই হিন্দু। আর খৃষ্টান পাদরীগণ খৃষ্ট ধর্মের শিক্ষা প্রচারে নিয়োজিত এবং সরকারও তাদেরই ছিল। যদিও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশে অতি তীব্র আন্দোলন চালাচ্ছিল তথাপি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সত্য। কুরআন সত্য। খোদা সত্য। এজন্যে তিনি পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। মুসলমানগণ খুবই আনন্দিত হলেন আর তাঁকে খুবই সম্মানের চোখে দেখতে লাগলেন। প্রথম তো আল্লাহ্‌তালা তাঁকে সম্মানিত করলেন। চর্তুদিকে তাঁর জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়লো। পরে আল্লাহ্‌তালা তাঁকে বললেন যে, মুসলমানদের অবস্থা উন্নততর করার জন্যে তোমাকে বর্তমান শতাব্দীর মোজাদ্দেদে আযম (মহান সংস্করক) অর্থাৎ 'মাহদী' বানানো হচ্ছে। মাহদী কথার অর্থ হলো সোজা রাস্তা প্রদর্শনকারী। তিনি যখন লোকদেরকে বল্লেন, আল্লাহ্‌তালা আমাকে যুগের মাহদী বানিয়েছেন। তখন ভাল লোকেরা ভাল কথা মেনে নিলেন আর অন্যান্য লোক শত্রু হয়ে গেল। তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়া হলো। তিনি কেঁদে কেঁদে খোদার নিকট দোয়া করলেন। মানুষ মানুষের সার্থে তো যুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু খোদার সাথে তো যুদ্ধ করতে পারে না। তাঁর সাথে তো খোদা ছিলেন। খোদাতা'লা তো তাঁকে বড়ই সান্ত্বনা দিলেন এবং বল্লেন, তুমি মাহদী এবং মসীহ। ভাল ভাল লোকেরা তাঁকে খুবই ভালবাসতেন, তাঁকে সত্য মানতেন। যারা তাঁকে সত্য মাহদী ও মসীহ হিসেবে মান্য করতেন তাদের ফিরকার নাম রাখা হলো আহামদীয়া ফিরকা। এখন আহমদীগণ সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করছে এবং বহু বড় বড় কার্যক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু যারা তাঁর শত্রুতা করলো তারা বহু লাঞ্ছনার সাথে অকৃতকার্য হলো। তাদের শেষ পরিণতি সম্বন্ধেও তোমাদেরকে বলবো—লেখরাম, ডুই, মুহাম্মদ হুসেন, চেরাগ দীন, জম্মুনী প্রভৃতি। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্বন্ধে কী কী কথা বলে ছিলেন তা এখন তোমাদেরকে বলতে যাচ্ছি। তোমরা ইহা শুনে আশ্চর্য হবে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম মাহদীর আবির্ভাব সম্বন্ধে সন, মাস, স্থান সব কিছু বলে গিয়েছিলেন এবং আগমনকারী মাহদীর চেহারা কীরূপ হবে তা-ও বলে গিয়েছিলেন, আচার-আচরণ কেমন হবে তাও। পরে ভালভাবে সবকিছু তোমরা বুঝবে। কিন্তু একটি কথা মনে রেখ, তোমরা চন্দ্র ও সূর্য দেখছো। চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের কথাও তোমরা শুনে থাকবে। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন—মাহদী আসলে একই মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগবে। খোদাতা'লার অনুগ্রহ বৃষ্টি ধারার মত দেখতে দেখতে আমাদের এ মহামানব দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তখন তাঁর জামাতের লোক সংখ্যা ছিল কয়েক শ' হাজার।

আল্লাহ্‌তা'লার আশিস ও কল্যাণ ঐ সত্তার প্রতি বর্ষিত হোক। (চলবে)

যুক্তরাজ্য জামাতের সালানা জলসা-৯৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে যুক্তরাজ্য জামা'তের সালানা জলসা '৯৫ আগামী ১৯৯৫ সনের ২৮—৩০শে জুলাই ইসলামাবাদে (টিলফোর্ড-ইংল্যাণ্ড) অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুযুর (আইঃ) এ জলসার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে জনাব এ, বি, আরশাদ ও মাওলানা আতাউল মুজিব রাশেদকে যথাক্রমে অফিসার সালানা জলসা ও অফিসার জলসা গাহ্ নিযুক্ত করেছেন। এ আধ্যাত্মিক জলসায় যোগদানেচ্ছুক সকলকে এখন থেকেই দোয়ার মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আহমদী বার্তা

উত্তর আমেরিকার সর্ববৃহৎ মসজিদের বর্নাঢ্য ঐতিহাসিক উদ্বোধন

৪০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত মসজিদের উদ্দেশ্য এক স্রষ্টার ইবাদতের মাধ্যমে মানব সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্মলগ্ন থেকেই এক শ্রেণীর লোকেরা এর চরম বিরোধিতা করে এসেছে। অপরদিকে আহমদী জামাত একের পর এক ঐশী নিয়ামত ও রহমত প্রত্যক্ষ করে চলেছে। তারই এক ঝলক গত ১৪ই অক্টোবর, '৯৪ তারিখে ওয়াশিংটনের বায়তুর রহমান মসজিদের শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে আমরা পুনরায় প্রত্যক্ষ করেছি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতি প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জুমুআর খুতবা প্রদানের মাধ্যমে মসজিদের রূহানী উদ্বোধন করেন ইমাম জামাতে আহমদীয়া হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)। খুতবা জুমুআয় তিনি বিস্তারিত-ভাবে নিকট ভবিষ্যতে আমেরিকার জামাতের করণীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেন। তিনি MTA এর মাধ্যমে প্রচারিত কুরআন অনুবাদ ক্লাস, ভাষা শিক্ষা ক্লাস ও হোমিও ক্লাসের উদ্দেশ্য ও পটভূমির বিষদভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই জুমুআর মাধ্যমে উত্তর আমেরিকার চাহিদা পূরণ কল্পে ক্রয়কৃত নতুন EARTH STATION এর উদ্বোধন করা হয়। এখন থেকে আমেরিকা ও মেক্সিকো ইউরোপীয় দেশগুলোর মত দৈনিক তিন ঘন্টা MTA এর প্রোগ্রাম দেখতে পাবে। আল্ হামদুলিল্লাহ্।

ঐ দিন বিকালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল আহমদীয়াতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। একের পর এক কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর, MARY LAND রাজ্যের এক মেয়র অন্যান্য নেতৃবর্গ কেনাডার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি, মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধি প্রমুখ মসজিদে বায়তুর রহমান এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং হুযুর (আইঃ)-কে স্বাগত

জানান। উদ্বোধনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) মসজিদ নির্মাণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মাহাত্ম্য কুরআন শরীফ ও হাদীসের আলোকে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষানুযায়ী একেশ্বরবাদী বা তওহীদে বিশ্বাসী সব লোকের জন্য মসজিদ উন্মুক্ত। আহমদীদের সম্বোধন করে তিনি বলেন, ইট পাথর দিয়ে তৈরী মসজিদটি বাহ্যিকভাবে যতই বিরাট আর ঐশ্বর্যপূর্ণ হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত মুসল্লীরা খোদা-ভীরু ও তাক্ওয়ার অলংকারে ভূষিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের আরম্ভড়তার কোন মূল্য নেই। প্রত্যেকবার ইবাদত শেষে এই মসজিদের মুসল্লীরা যদি নিজেদেরকে খোদাতা'লার অধিক নৈকট্য লাভ করতে পারে তবেই এই মসজিদ সত্যিকার অর্থে জাঁকজমপূর্ণ হবে।

বায়তুর রহমান মসজিদ ৪০ লক্ষ মার্কিন ডলার (প্রায় ১৬ কোটি টাকা) ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে যার দুই তৃতীয়াংশ খরচ নির্বাহ করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও কেনাডার জামাতে আহমদীয়ার চিকিৎসক সমিতি। আল্লাহ্তা'লা এদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আসুন আমরা সবাই উত্তর আমেরিকায় আহমদীয়্যতের দ্রুত উন্নতির জন্য দোয়া করি। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে আমাদের সবাইকে সাধ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বেশী বেশী তবলীগ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

সংগ্রহ : নূরুদ্দীন আমজাদ
সেক্রেটারী উমুরে খারেজা ও মনিটর
এম, টি, এ, বাংলাদেশ

০ গত ১২/৮/৯৪ তারিখে খুলনা মজলিসে আনসারুল্লাহ্র উদ্যোগে ১ম বার্ষিক সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা এবং ১৯/৮/৯৪ তারিখে ২য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

০ আল্লাহ্তা'লার অশেষ ফযলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে ১৯/১০/৯৪ ইং তারিখে হতে ২১/১০/৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১০০ জন খোদ্দাম ও ৮১ জন আতফাল এতে উপস্থিত ছিল। ২১/১০/৯৪ তারিখ সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল আমীর সাহেব আঃ মুঃ জামাত, বাংলাদেশ এবং সভাপতি ছিলেন সদর সাহেব, মঃ খোঃ আঃ বাংলাদেশ। এছাড়াও নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন কায়েদ সাহেব মঃ খোঃ আঃ ঢাকা এবং এডিশনাল আমীর সাহেব, আঃ মুঃ জাঃ বাংলাদেশ।

০ গত ২১-১০-৯৪ইং তারিখে মজলিস আতফালুল আহমদীয়া ঢাকার উদ্যোগে প্রথম বারের মত বার্ষিক আতফাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে নাযেম আতফাল জনাব

বেলাল আহমদ তুষার সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকার মুরব্বী আতফাল মজিহুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে আতফালের প্রাণ প্রিয় নানা ভাই এবং মুরব্বী আতফাল মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ঢাকার প্রায় ৭৬ জন আতফাল এতে উপস্থিত ছিল।

০ ১৫ই অক্টোবর '৯৪ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশের প্রথম বার্ষিক ইজতেমা এবং ঢাকা বিভাগীয় ১৮তম ইজতেমা আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ২৬টি মজলিস থেকে মোট ৬৫০ জন সদস্যা কেন্দ্রীয় এ ইজতেমায় যোগ দান করেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ। সাংগঠনিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে ভাষণ দেন মৌলানা আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী। সাধারণ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন মিসেস রোকেয়া আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌। বার্ষিক অর্থ রিপোর্ট পাঠ করেন ও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন মিসেস মাকসুদা রহমান, নায়েব সদর, বংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌।

এতে ধর্মীয় পুস্তক ও সাধারণ জ্ঞানের লিখিতএবং মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার অধিকারিণীদিগকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন মোহতারেমা মাসুদা সামাদ, সদর বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌। সভানেত্রীর ভাষণে সদর সাহেবা আহমদী মেয়েদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

০ ১৬ই অক্টোবর '৯৪ তারিখে বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রথম মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়। এই শূরাতে ১৯৯৪-৯৫ সালের বাজেট এবং সদর নির্বাচন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী হুযুর (আই:)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে গৃহীত হয়।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রিকাবী বাজার এর প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মো: ফখরুল ইসলাম (সেতু) এবারের এস, এস, সি, পরীক্ষায় ষ্টার সহ ২ বিষয়ে লেটার নিয়ে ১ম বিভাগে (বিজ্ঞান) উত্তীর্ণ হয়েছে। তার মোট নম্বর ৭৯১।

তার আগামী দিনের কামিয়াবী এবং যাতে জামা'তের খেদমত করার সুযোগ লাভ করে এজন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

শুভ বিবাহ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর নিবাসী জনাব আবদুর রশীদ সাহেবের প্রথম ছেলে জনাব মোবারক আহমদ মানিকের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত গাইবান্ধার অন্তর্গত বদলাগাড়ী গ্রামের মরহুম খন্দঃ জহুরুল কাইউমের ২য় কন্যা (খাকসারের ছোট বোন) খন্দকার পারভীন আকতারের শুভ বিবাহ ৩৫,০০১ (পঁয়ত্রিশ হাজার এক টাকা) মোহরানায় গত ২/৯/৯৪ইং তারিখে রংপুর জামাতে সুসম্পন্ন হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। বিবাহ পড়ান রংপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ। জামাতী কাজে ঢাকা থেকে আগত কেন্দ্রীয় মেহমান মোহতরম ডাঃ আওলাদ হোসেন সাহেব এবং সদর মুরব্বী মৌলানা বশীরুর রহমান, নব-দম্পতির জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। উক্ত বিবাহ বরকতময় হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মোহাম্মদ মাহবুব উল ইসলাম
রিজিওনাল কায়েদ, রাজশাহী-১

দোয়ার এলান

আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ১৮ বৎসর যাবৎ ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। প্রতিদিন ইনসুলিন নিতে হয়। সবার কাছে বিনীতভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ্‌ গফুরুর রহীম যেন আমাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ দান করেন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত যেন জামাতের জন্য কাজ করে যেতে পারি।

—আহমদ তৌফীক চৌধুরী

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চট্টগ্রাম-এর আমীর জনাব নূরুদ্দীন আহমদ সাহেবের স্ত্রী জনাবা জোহরা বেগম ১৭-১০-৯৪ তারিখে বাদ মাগরেব রোজ মঙ্গলবার ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহ..... রাজেউন)। মরহুমা দীর্ঘদিন থেকে ক্যান্‌সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি ১ পুত্র ২ নাতি এবং বহু আত্মীয়-স্বজন এবং গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষাঙ্গণে দেশ ও জাতির প্রভূত সেবা করে বহু কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি জামাতেরও এক নিবেদিত প্রাণ সেবিকা ছিলেন। আমরা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর পরিবারের সকলকে সাবরে জামিল দান করুন। (আহমদী বার্তা)

সম্পাদকীয়ঃ

সব্‌র

সব্‌র একটি আরবী শব্দ। অভিধানে এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত হয়েছে যেমন: (১) পরম সাহসিকতার সাথে দুঃখ-যাতনা সহ্য করা, (২) আত্মাকে এমন জিনিষ থেকে বিরত রাখা যাথেকে শরীয়ত ও বিবেক-বুদ্ধিও বিরত থাকতে আদেশ দেয়, (৩) রোযাকেও সব্‌র বলা হয়েছে এজন্যে যে, ইহাও এক সব্‌রের অবস্থা, (৪) সাহস ও শৌর্য, (৫) ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করা, (৬) শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া, (৭) শক্ত প্রস্তর ইত্যাদি। এক প্রকার তিক্ত গাছকেও বলা হয় সব্‌র। এ সকল অর্থেই সব্‌র একজন মানুষকে করে তোলে মহিয়ান ও গরিয়ান।

সব্‌র বা ধৈর্য একটা মহৎ গুণ। যে সকল গুণাবলী থাকলে মানুষ সফলতার উচ্চ মার্গে আরোহণ করতে পারে সব্‌র বোধ করি এদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও ধর্মীয় জীবনের যেকোন পর্যায়ে সফলতা লাভ করতে হলে চাই সময়োপযোগী ধৈর্য নামক পরম গুণ। ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে এ গুণের অনুশীলনের অত্যাবশ্যকতার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মীয় ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই নবী-রসূল ও তাঁদের অনুসারীগণ উত্তাল তরঙ্গসম যুলুম অত্যাচারের ভয়াল গিরিবর্ত লংঘন করেছেন কেবল মাত্র ধৈর্য গুণের অনুশীলনের মাধ্যমে। এক লাখ চব্বিশ হাজার নবীর জীবন পরম ধৈর্যের স্বাক্ষর বহন করে চির অম্লান হয়ে রয়েছে। নবীর জামা'তও এই যুলুম-অত্যাচার থেকে নিস্তার পায় নি। আমাদের পূর্ববর্তী জাতি ঈসায়ীগণকে ঈমান আনার কারণে লোহার চিরুনী দ্বারা গায়ের মাংস আঁচড়িয়ে ফেলা হয়েছে, ক্ষুধার্ত বাঘের সম্মুখে ক্ষুধার্ত ঈমানদারকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বাঘের মনুষ্য ভক্ষণের ভয়াবহ দৃশ্যকে উপভোগ করার জন্যে। যুগে যুগে এ যুলুম অত্যাচার করা হয়েছে তথাকথিত ধর্মকে রক্ষা করার জন্যে আর তথাকথিত ঈমানদারদের ধর্মীয় অনুভূতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। চিরদিনই মোমেনগণ নীরবে তা সহ্য করে আল্লাহ্‌র মহান আশিস ও কল্যাণে ভূষিত হয়েছেন। আমাদের পরম প্রিয় ও মহিমান্বিত নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবনের কথাই ধরা যাক। তিনি এবং তাঁর অনুসারীগণ দীর্ঘ তেরটি বছরের মক্কী-জীবনে কি অসাধারণ ধৈর্যের পরীক্ষাই না দিয়েছেন! ইতিহাসের পাতায় তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। বর্তমান যমানায় আল্লাহ্‌তা'লার তৌহীদকে সারা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা কল্পে এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে আহমদী জামা'ত দাঁড়িয়েছে ইহাও এর জন্ম লগ্ন থেকে সব্‌রের পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আহমদীগণ নীরবে নিভৃতে এ যুলুম অত্যাচার সবরের সাথে বরদাশ্‌ত করেছে এবং করছে।

(অবশিষ্টাংশ সূচীপত্রের পাতায় দেখুন)

আহ্‌মদী

31st October, 1994

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379

Editor : Moqbul Ahmad Khan